জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন

(দ্বিতীয় সংখ্যা)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
এয়ারপোর্ট রোড, ফার্মগেট, ঢাকা

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন

(দ্বিতীয় সংখ্যা)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
এয়ারপোর্ট রোড, ফার্মগেট, ঢাকা

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন (দ্বিতীয় সংখ্যা)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

এবং

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের

যৌথ প্রকাশনা

প্রকাশ কালঃ

মে, ১৯৯৩ ইং

প্রচ্ছদঃ আফরোজা আন্‌জুম

মুদ্রণেঃ

মদিনা প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজার্স

১২, বনগ্রাম লেন, ওয়ারী, ঢাকা – ১২০৩

ফোনঃ ২৪৭৫৩৯, ২৪০৯৩২

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

এ, কে, এম, তোফসির উদ্দিন সিদ্দিকী

পরিচালক

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

সম্পাদক

মঈন উদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার

সদস্যবৃন্দ

মোঃ রুহুল আমিন

মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার

মোঃ মোজাম্মেল হক

প্রকাশনা অফিসার

মোঃ মাহমুদ হোসেন

বীজ বিশ্লেষক

মোঃ মহসিন

বীজ বিশ্লেষক

মুখবন্ধ

জাতীয় বীজ বোর্ড বীজ সেক্টরের নীতি-নির্ধারণ, সমন্বয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে ফসলের জাত অনুমোদন ও ছাড়, বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রত্যয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারজাতকরণসহ কৃষক কর্তৃক বীজ ব্যবহার পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, সংস্থা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট সমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে এই জাতীয় বীজ বোর্ড। তাই এই বোর্ডের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বীজ তথা কৃষি ক্ষেত্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ সংরক্ষণ করিবার লক্ষ্যে "জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদনের প্রথম সংখ্যা" ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সংখ্যায় প্রথম হইতে আঠারটি সভার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এইবার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই সভায় উনিশতম সভা হইতে আটাশতম সভার সিদ্ধান্ত সংকলিত আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বীজ অনুমোদন সংস্থা পূর্বেকার মত এই সংখ্যায় পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী এবং সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করিয়াছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আমি আশা করিতেছি প্রথম সংখ্যার মত এই দ্বিতীয় সংখ্যাটিও কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণকারী সরকারী বিভিন্ন সংস্থার নিকট প্রশংসিত হইবে। একই ভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃকও ইহা সমাদৃত হইবে।

আমি এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি এবং কৃষি সচিব জনাব কে, এম, রব্বানীকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাহা ছাড়া ইহার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী ও প্রয়োজনীয় সম্পাদনার কাজ সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ডঃ এম, সুজায়েত উল্লাহ চৌধুরী
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা

ভূমিকা

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৮৫ সনে। এইবার ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই সংখ্যায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৯তম সভা হইতে ২৮তম সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত সমূহ সংকলন আকারে প্রকাশ করা হইল।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৯তম সভা হইতে ২৮তম সভায় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সমূহ কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের আধুনিক জাত ছাড় করা ছাড়াও বীজ সেক্টরের নীতি-নির্ধারণমূলক বহু সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সকল সিদ্ধান্তসমূহ বীজ সেক্টর তথা কৃষির সংগে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, গবেষক, বীজ প্রযুক্তিবিদ, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এমনকি বেসরকারী পর্যায়ের বীজ উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী এবং কৃষকদেরও অবগত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। আগামীতেও এই ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে।

বীজ অনুমোদন সংস্থা, এই সংখ্যাটির পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী এবং সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করিয়াছে। তাহাছাড়া ইহার প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করিয়াছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, তাই আমি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী সহ-সভাপতি ডঃ এম, সুজায়েত উল্লাহ চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিশেষে, জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন, দ্বিতীয় সংখ্যার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী হইতে মুদ্রণ পর্যন্ত যথেষ্ট সচেতন, সতর্ক ও আন্তরিক থাকিবার পরেও কিছু ভুলত্রুটি থাকিতে পারে। আমাদের অনিচ্ছাকৃত এই সকল ভুলত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া পরবর্তী সংখ্যার জন্য পাঠক/পাঠিকাদের নিকট হইতে পরামর্শ এবং উপদেশ প্রদানের বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।

এ, কে, এম, তোফসির উদ্দিন সিদ্দিকী
সভাপতি
সম্পাদনা পরিষদ
এবং
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
(১)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের উনিশতম সভা**	১
	০ শীতকালীন শাক্‌সবজীর প্রচলিত জাতের অনুমোদন	১
	০ বিদেশ হইতে সবজী–বীজ আমদানী	১
	০ সম্বল, কাজী পেয়ারা–১, বাটিশাক ও চীনা শাকের চূড়ান্ত অনুমোদন	২
	০ অতিরিক্ত আঞ্চলিক ও জোনাল বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের অনুমোদন	২
	০ বীজ অনুমোদন সংস্থার জোরদারকরণ প্রকল্প মঞ্জুরীর সুপারিশ	৩
	০ পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ	৩
	০ বিবিধ	৩
(২)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশতম সভা**	৪
	০ পাঞ্জাব–৮১ জাতের গম বীজ আমদানী	৪
	০ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ময়না, গাজী, মোহিনী ও শাহী বালাম জাতের ধান অনুমোদন	৫
	০ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ঈশ্বরদী–১৭ জাতের ইক্ষু অনুমোদন	৫
	০ বিভিন্ন ফসলের অনুমোদিত জাতসমূহের সুফল লাভ নিশ্চিতকরণের অনুকূলে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক পদ্ধতি নির্ধারণ	৬
	০ বেসরকারী পর্যায়ে পাট বীজ ও অন্যান্য বীজের মান নিয়ন্ত্রণ সমস্যা	৬
	০ বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা–১৯৮৫	৭
	০ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় বীজ অনুমোদন সংস্থার কর্মকর্তাদের স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ	৭
(৩)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের একুশতম সভা**	৮
	০ বীজ অধ্যাদেশ–৭৭ এ অতিরিক্ত সদস্য কো–অফট করিবার বিধান সংযোজন	৮
	০ নিয়মিতভাবে অনুমোদিত সকল জাতের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণ	৮
	০ বীজ অনুমোদন সংস্থা জোরদারকরণ	৮
	০ আমদানীকৃত পাঞ্জাব–৮১ জাতের গম ফসলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন	৮
	০ আউশ মৌসুমে খরা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ জোরদার করা	৯
	০ ইক্ষু সম্পর্কিত গবেষণা কাজের জন্য ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট এর জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দায়িত্ব পালন	৯

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং

- ০ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত জাতসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা ১০
- ০ বেসরকারী পর্যায়ে শাক্–সবজীর বীজ উৎপাদন বিষয়ে কমিটি গঠন ১০
- ০ বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা–৮৫ সম্পন্ন এবং কর্মশালার সুপারিশসমূহ বিবেচনা ১১
- ০ অনুমোদিত জাতের ব্যাপক উৎপাদনের বাধাসমূহ ১১
- ০ বীজ শিল্পকে বেসরকারী পর্যায়ে সম্প্রসারণ ১১
- ০ বীজ বাহিত রোগ ও বীজ স্বাস্থ্যমান নির্ধারণ ১১
- ০ বীজ অধ্যাদেশ এবং বীজ বিধি সংশোধন ১১
- ০ বীজ প্রযুক্তিতে গবেষণা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ ১২
- ০ স্থানীয় ও বৈদেশিক যৌথ উদ্যোগে শাক্–সব্জী ও ফল বীজ উৎপাদন ১২
- ০ কোয়ারেন্টিন বিধির কঠোর প্রয়োগ ১২
- ০ বীজের শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণ ১২
- ০ অবিক্রিত পাট বীজ প্রত্যয়ন ১৩
- ০ বাৎসরিক জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা ১৩
- ০ কারিগরী কমিটির চেয়ারম্যান মনোনয়ন ১৩
- ০ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ট্যাগ সংযোজন ১৩

(৪) জাতীয় বীজ বোর্ডের বাইশতম সভা ১৪

- ০ অনুমোদিত জাতের চাষী পর্যায়ে চাষাবাদ কার্যকারিতা ও চাহিদা নিরূপণ ১৪
- ০ সুগন্ধিযুক্ত ধানের জাত সংগ্রহ ১৫
- ০ হাসি, শাহজালাল ও মঙ্গল জাতের ধান অনুমোদন ১৫
- ০ উত্তরা বেগুনের জাত অনুমোদন ১৫
- ০ জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদন সংক্রান্ত ছকপত্রে তথ্যাদি সংযোজন ১৫
- ০ বর্ণালী, শুভ্রা ও খৈ ভুট্টার অনুমোদন ১৬
- ০ রূপালী জাতের তুলার অনুমোদন ১৬
- ০ রজত জাতের তুলা অনুমোদন স্থগিত ১৬
- ০ সুগন্ধি জাতের তামাক অনুমোদন ১৭
- ০ টমেটোর জাত মানিক ও রতন অনুমোদন ১৭
- ০ বাঁধাকপির জাত প্রভাতির অনুমোদন ১৭
- ০ হাত বাছাই পদ্ধতিতে ধান বীজের বিশুদ্ধিকরণ ১৭
- ০ পাট বীজ পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন ১৮

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
(৫)		**জাতীয় বীজ বোর্ডের তেইশতম সভা**	১৮
	o	অনুমোদিত ফসলের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা তৈরী	১৮
	o	সুগন্ধি চাউল বিদেশে রফতানী	১৯
	o	বিনাশাইল জাতের ধান অনুমোদন	১৯
	o	চিনাবাদামের নতুন জাত ডি, এম–১ এর অনুমোদন	১৯
	o	অঘ্রানী (বি এ ডব্লিউ–৩৮) জাতের গম অনুমোদন	১৯
	o	ছোলার নতুন জাত নবীন এর অনুমোদন	১৯
	o	ডালের নতুন জাত কান্তি (মুগ–২) এর অনুমোদন	২০
	o	ধানের জাত নিজামী ও নিয়ামত এর অনুমোদন	২০
	o	ফাল্গুনী তোষা (ও–৯৮৯৭) জাতের পাট অনুমোদন	২০
	o	ফসলের উদ্ভাবিত জাতসমূহের সাময়িক অনুমোদন	২০
	o	ফিল্ড ও হর্টিকালচারাল ফসলের বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুমোদন	২১
	o	জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা, ১৯৮৭	২১
	o	জাতীয় বীজ বোর্ড পুনর্গঠন	২১
	o	গমের নতুন জাত কল্পনা	২৩
	o	মাঠ ও উদ্যান ফসলের বীজ এর মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন এবং সরবরাহের উপর গঠিত কমিটির প্রতিবেদন	২৩
(৬)		**জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ জরুরী সভা (প্রথম)**	৩৪
	o	নাকোজারি জাতের গম বীজ আমদানী	৩৪
(৭)		**জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ জরুরী সভা (দ্বিতীয়)**	৩৪
	o	সেরি–৮২ জাতের গমবীজ আমদানী	৩৪
(৮)		**জাতীয় বীজ বোর্ডের চব্বিশতম সভা**	৩৫
	o	ফিল্ড ও হর্টিকালচার ফসলের বীজ উৎপাদন সরবরাহ ও মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত	৩৫
		সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠন	৩৫
	o	জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা–১৯৮৯	৩৬
	o	হলুদের জাত 'ডিমলা' ও 'সিন্দুরী' এর অনুমোদন	৩৬
	o	গোলমরিচের জাত 'জৈন্তা গোলমরিচ' এর অনুমোদন	৩৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
o	মিষ্টি আলুর জাত "দৌলতপুরী" এর অনুমোদন	৩৬
o	কচুর দুইটি জাত–'বিলাসী' ও 'লতিরাজ' এর অনুমোদন	৩৬
o	'ঈশ্বরদী–১৮' ও 'ঈশ্বরদী–১৯' জাতের ইক্ষু অনুমোদন	৩৬
o	ধানের দুইটি জাত 'কিরণ' ও 'দিশারী' এর অনুমোদন	৩৭
o	এ্যাটম পাট–৩৮ এর অনুমোদন	৩৭
o	'ঝিংগা বাদাম' নামে বাদামের জাত অনুমোদন	৩৭
o	'শোভা (গুজি–১)' নামক গর্জন তিলের জাত অনুমোদন	৩৭
o	সরিষার জাত 'দৌলত' এর অনুমোদন	৩৭
o	তিষির জাত 'নীলা (তিষি–১)' এর অনুমোদন	৩৭
o	বি, এ, ডি, সি'র চেয়ারম্যানকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ	৩৮
(৯)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের পঁচিশতম সভা**	৩৮
o	বীজ কর্পোরেশনের প্রধানকে বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ	৩৯
o	উৎপাদন কর্মসূচী হইতে সাময়িকভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত ফসলের জাত বাদ দেওয়া	৩৯
o	কাউন ও চিনার জাত যথাক্রমে তিতাস ও তুষার অনুমোদন	৩৯
o	বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ প্রত্যায়নে বীজ অনুমোদন সংস্থার অংশ গ্রহণ	৪০
(১০)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের বর্ধিত বিশেষ সভা**	৪০
o	উন্নত জাতের তুলা বীজ আমদানী	৪০
o	ভারত হইতে লবণাক্ততা প্রতিরোধী গমের জাত আমদানী	৪০
o	সয়াবীনের জাত পি বি–১ অনুমোদন	৪০
(১১)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ছাব্বিশতম সভা**	৪১
o	জাতীয় বীজ নীতির খসড়া অনুমোদন	৪১
o	'ঈশ্বরদী–২০' ও 'ঈশ্বরদী–২১' জাতের ইক্ষু অনুমোদন	৪২
o	হীরা, মরিণ ও অরিগো জাতের আলু অনুমোদন	৪২
o	মাস কলাইয়ের জাত 'বারিমাস' অনুমোদন	৪২
o	সয়াবীনের জাত 'সোহাগ' অনুমোদন	৪৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
(১২)	জাতীয় বীজ বোর্ডের সাতাইশতম সভা	৪৩
o	তুলার নতুন জাত 'আভার' অনুমোদন	৪৩
o	ভুট্টার জাত ' মোহর' এর অনুমোদন	৪৪
o	সরিষার জাত 'সফল' ও 'বিরল' এর অনুমোদন	৪৪
o	মসুরের জাত 'উৎফলা ' এর অনুমোদন	৪৪
o	চীনাবাদামের জাত 'ডি এম–১' এর শ্রুতিমধুর নাম নির্বাচন	৪৪
o	বীজ অনুমোদন সংস্থার আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষাকরণ সংস্থার সদস্যপদ পুনর্বহাল	৪৫
o	জাত অনুমোদনের জন্য জনপ্রিয় নামের পাশাপাশি কারিগরী নামের উল্লেখ	৪৫
(১৩)	জাতীয় বীজ বোর্ডের আটাইশতম সভা	৪৫
o	ধানের জাত 'রহমত' এর অনুমোদন	৪৬
o	ধানের জাত 'নয়াপাজাম' এর অনুমোদন	৪৬
o	বারমাসী বেগুনী সীম এবং বারমাসী সাদা সীমের অনুমোদন	৪৬
o	'বিরল' সরিষার নাম পরিবর্তন	৪৭
o	পেপের জাত 'শাহী পেঁপে' এর অনুমোদন	৪৭
o	তরমুজের জাত 'পদ্মা' এর অনুমোদন	৪৮
o	বেগুনের দুইটি জাত 'শুকতারা' ও 'তারাপুরী' এর অনুমোদন	৪৮
o	মুগকলাইয়ের জাত 'বাসন্তি' এর অনুমোদন	৪৯
o	টমেটোর জাত 'অগ্নিবীণা' (বাহার) এর অনুমোদন	৪৯
o	কারিগরী কমিটির সদস্য হিসাবে পরিচালক, বিনাকে অন্তর্ভুক্তিকরণ	৫০
o	শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কারিগরী কমিটির সদস্য করা	৫০
o	জাত অনুমোদনের আবেদনপত্র ফর্ম সংশোধন	৫০
o	বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা, ১৯৯২	৫১
পরিশিষ্ট–ক		৫৩
	বাংলাদেশে প্রচলিত এবং জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শীতকালীন শাক্‌-সব্জীর তালিকা	৫৩
পরিশিষ্ট–খ		৫৮
	অন্তবর্তীকালীন বীজমান ও মাঠমান	৫৮
পরিশিষ্ট–গ		৭৬
	ফসলের জাত অনুমোদনের আবেদন পত্রের সংশোধিত ছকপত্র	৭৬

১.০০ **জাতীয় বীজ বোর্ডের উনিশতম সভা**

০৯-৭-৮৪ ইং তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকায় জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি ও বন বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৯ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পূর্ব নির্ধারিত আলোচ্য সূচীর উপর ভিত্তি করিয়া বিস্তারিত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১.০১ **১৫-৩-৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৮ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৮তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বিতরণ করা হয় এবং তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত হয়।

১.০২ **জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৮ তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন**

(ক) শীতকালীন শাক্-সব্জীর প্রচলিত জাতের অনুমোদন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনৃস্টিটিউটের উদ্যান তত্ত্ব বিভাগের প্রধান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় আমাদের দেশে প্রচলিত শাক্-সব্জীর জাতের একটি তালিকা (১৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) প্রস্তুত করিয়া বোর্ডের সভায় পেশ করেন। তালিকাভুক্ত জাতগুলি দীর্ঘদিন ধরিয়া এই দেশে চাষ হইতেছে এবং আশানুরূপ ফলন পাওয়ার প্রেক্ষিতে এই সভায় উক্ত তালিকাভুক্ত জাতগুলির অনুমোদনের জন্য উপস্থিত সদস্যগণ আলোচনা করেন এবং আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনৃস্টিটিউট কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় এই দেশে প্রচলিত শাক্-সব্জীর যে তালিকা তৈয়ারি করা হইয়াছে তাহা অনুমোদন করা হইল (তালিকা পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য)।

(খ) বিদেশ হইতে সবৃজী বীজ আমদানী

বিদেশ হইতে শাক্-সব্জীর বীজ আমদানীর লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনৃস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পৃথক পৃথক তালিকা পেশ করা হয়। তালিকা দুইটিতে জাতের গরমিল লক্ষ্য করা যায়। এমতাবস্থায় পর্যালোচনাপূর্বক সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) কৃষি গবেষণা ইনৃস্টিটিউট এর শাক্-সব্জীর তালিকায় যে সমস্ত জাতের (এফ-১) উল্লেখ রহিয়াছে কৃষি উন্নয়ন সংস্থার তালিকায়ও তাহা উল্লেখ থাকিবে।

(২) বি, এ, ডি, সি'র তালিকায় উল্লিখিত সমস্ত জাতসমূহ ১৯৮৪-১৯৮৫ মৌসুমে আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইল।

(৩) প্লান্ট কোয়ারেন্টিন এর সকল বিধি মানিয়া বর্ণিত বীজ আমদানী করিতে হইবে।

(গ) আনন্দ, কাঞ্চন, বরকত, আকবর, কিরণী, গিমাকলমী ও তাসাকিসান মূলার গেজেট বিজ্ঞপ্তি।
আনন্দ, কাঞ্চন, বরকত, আকবর, কিরণী, গিমাকলমী ও তাসাকিসান মূলা-১ এর গেজেট বিজ্ঞপ্তির ব্যাপারে আলোচনার প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

(ঘ) জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন ও অনুমোদিত জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য প্রকাশনার ব্যাপারে আলোচনার প্রেক্ষিতে বোর্ডের সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, প্রকাশনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

(ঙ) সম্বল, কাজীপেয়ারা-১, বাটিশাক ও চীনাশাক এর চূড়ান্ত অনুমোদন।
জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্বল, কাজী পেয়ারা-১, বাটিশাক ও চীনাশাক এর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করা হয়। সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, কোন জাতের নাম ব্যক্তি বিশেষের নামে নামকরণ করিয়া সভায় পেশ করা যাইবে না। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) সম্বল, কাজীপেয়ারা-১, বাটিশাক ও চীনাশাক এর বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হইল এবং উল্লিখিত অনুমোদিত জাতের গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হইবে।

(২) বোর্ড কর্তৃক কোন জাতের অনুমোদনের জন্য ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কোন ব্যক্তির নামে নামকরণ করা যাইবে না।

১.০৩ অতিরিক্ত আঞ্চলিক ও জোনাল বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের অনুমোদন

বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালক ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বীজের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে জয়দেবপুর ও ঈশ্বরদীতে স্থাপিত দু'টি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে সকল বীজ পরীক্ষা সম্ভব হইতেছে না। এই পরিস্থিতিতে ঢাকা, দিনাজপুর ও যশোহরে তিনটি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। তাহাছাড়া বীজ পরীক্ষাগারে, ফলাফল বীজ উৎপাদনকারী সংস্থাকে যাহাতে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছানো যায়, সেই লক্ষ্যে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের নিকট জোনাল বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করা দরকার। এই জোনাল পরীক্ষাগারগুলি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপর ভিত্তি করিয়া ঢাকা, মধুপুর, ইটাখোলা, পাহাড়তলী, ঈশ্বরদী, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, যশোহর, চুয়াডাংগা ও ফরিদপুর এই ১২টি এলাকায় জোনাল বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করা যাইতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালক ৩টি আঞ্চলিক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জোনাল বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের জন্য একটি প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (পি, পি) তৈয়ারী করিয়া তাহা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১.০৪ বীজ অনুমোদন সংস্থার জোরদারকরণ প্রকল্প মঞ্জুরীর সুপারিশ

বীজ অনুমোদন সংস্থার জোরদারকরণ প্রকল্প সম্পর্কিত আলোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বীজ অনুমোদন সংস্থাকে জোরদারকরণ করিবার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রকল্প প্রস্তাবনা (পি, পি) কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরীর সুপারিশ করা হইল।

১.০৫ পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউটকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি করণ

ইক্ষুগবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউটের পরিচালক ইতিপূর্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে তাহাকে বোর্ডের সদস্য হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। সভায় এই বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে থাকিবেন।

(২) এই বিষয়ে সরকারী বিজ্ঞপ্তির জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১.০৬ বিবিধ ঃ

(ক) বীজ অনুমোদন সংস্থার অভিজ্ঞ ও ট্রেনিং প্রাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ বদলী জনিত কারণে অন্যত্র চলিয়া যান। ফলে সংস্থার কাজ পরিচালনায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তাহাছাড়া বীজ অনুমোদন সংস্থার বর্তমান অভিজ্ঞ ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ধরিয়া রাখিবার সুযোগ নাই। তাই বীজ অনুমোদন সংস্থাকে একটি স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা হিসাবে গড়িয়া তোলার প্রস্তাব উথাপন করা হয় এবং আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বীজ অনুমোদন সংস্থা সরকারী সংস্থা হিসাবেই থাকিবে।

(২) এই সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের যতদূর সম্ভব এই সংস্থায়ই রাখিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) বন্যার কারণে বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হইবে না। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ২৩-৬-৮৪ইং তারিখ জনাব কামরুল হুদা অতিরিক্ত সচিব, কৃষি ও বন বিভাগ এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের জন্য এই সভায় পেশ করা হয় এবং আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে শুধু এই বৎসরের জন্য বোরো ধানবীজের রং সামান্য বিবর্ণ সহ অংকুরোদগম ক্ষমতা ৭০% পর্যন্ত গ্রহণের জন্য অনুমোদিত হয়। তবে বীজ পরীক্ষার অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

(২) বীজ অনুমোদন সংস্থা, বোরো বীজ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পর বীজের নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে অংকুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে ৭০% হইলে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করিবে।

২.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশতম সভা

২৪-১১-৮৪ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি ও বন বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশতম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পূর্বনির্ধারিত আলোচ্য সূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.০১ ৯-৭-৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ১৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বীজ অধ্যাদেশ-৭৭ অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৫ জনে সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য উল্লেখ আছে। কিন্তু জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালককে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে বোর্ডের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং সমস্যা সৃষ্টি হয়। চলতি ২০তম সভায় এই জটিলতা নিরসনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের আরও কিছু সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করিবার বিধান বীজ অধ্যাদেশ-৭৭তে সংযোজনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক আপাততঃ অনিয়মিত সদস্য হিসাবে পরিগণিত হইবেন। কো-অপ্ট করিবার বিধান বীজ অধ্যাদেশ-৭৭তে সংযোজিত হইলে পরবর্তীতে এই সদস্য পদটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মারফত নিয়মিত করা হইবে। বিশদ আলোচনার পর ১৯তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

২.০২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৯তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাক্-সব্জী জাতের তালিকা এবং সম্বল, কাজী পেয়ারা-১, বাটিশাক ও চীনাশাক এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং বীজ অনুমোদন সংস্থাকে জোরদারকরণ করিবার লক্ষ্যে সমন্বিত প্রজেক্ট প্রোপোজাল তৈয়ার করিয়া কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরীর জন্য দাখিল করা হইতেছে। উল্লেখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অর্থানুকূল্যে "জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন" এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

২.০৩ কারিগরী কমিটির ১২-১১-৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সুপারিশসমূহের অনুমোদন

(ক) পাঞ্জাব-৮১ জাতের গমবীজ আমদানী।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বি, এ, ডব্লিউ-৩৮ জাতটি নিজস্ব খামারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই জাতটি পাঞ্জাব-৮১ হিসাবে পাকিস্তানে অনুমোদিত হইয়াছে। এই জাতটি বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় উপযুক্ত জাত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কারিগরী কমিটির সভায় বি, এ, ডব্লিউ-৩৮ জাতটিকে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পাঞ্জাব-৮১ এর বীজ আমদানীর জন্য সুপারিশ পেশ করে এবং আলোচ্য সভায় আলোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) পাকিস্তান হইতে পাঞ্জাব-৮১ জাতের গমবীজ বর্তমান মৌসুমে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের জন্য আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইল।

(২) কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন পাঞ্জাব-৮১ জাতের গমবীজ আমদানীকৃত প্রত্যায়িত বীজ হইতে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করিয়া পরবর্তী বৎসর তাহা বিতরণ করিবে। ইহার জন্য ১০০ মণ বীজ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৩) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ আমদানীকৃত বীজ হইতে ২৫ মণ বীজ লইয়া চাষীর জমিতে প্রদর্শনী প্লটের ব্যবস্থা করিবে।

(খ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি ধান জাতের অনুমোদন।

ব্রি, কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ময়না (বি, আর-১২), গাজী (বি, আর-১৪), মোহিনী (বি, আর-১৫) ও শাহীবালাম (বি, আর-১৬) এর অনুমোদনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ময়না (বি, আর-১২), গাজী (বি, আর-১৪), মোহিনী (বি, আর-১৫) ও শাহী বালাম (বি, আর-১৬) বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হইল।

(২) আউশ মৌসুমে খরা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের গবেষণা জোরদার করিবার জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ জানানো হইল।

(৩) শাহীবালাম (বি, আর-১৬) এর রপ্তানীর সম্ভাবনা আছে কিনা এবং অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য জাত বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে লাভজনক হইবে কিনা এই ব্যাপারে ব্রি একটি পজিশন পেপার সচিব মহোদয়ের নিকট অতিসত্তর পেশ করিবে।

(গ) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষু জাতের অনুমোদন।

ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ঈশ্বরদী-১৭ জাতের আখের অনুমোদনের জন্য কারিগরী কমিটির সুপারিশ সভায় উপস্থাপিত হয়। ইহা বর্তমান প্রচলিত জাত অপেক্ষা ভাল, লালচে রেখা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। বিস্তারিত আলোচনার পর এই বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ঈশ্বরদী–১৭ এর অনুমোদন দেওয়া হইল।

(২) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট চিনি ও গুড় উৎপাদনযোগ্য ও চিবিয়ে খাওয়ার যোগ্য ইক্ষুর জাত উদ্ভাবন এবং ইক্ষু উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় গবেষণা কাজের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিবে।

২.০৪ বিভিন্ন ফসলের অনুমোদিত জাতসমূহের সুফল লাভ নিশ্চিতকরণের অনুকূলে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক পদ্ধতি নির্ধারণ

এই পর্যন্ত ১৭টি ফসলের ৫৪টি জাত অনুমোদন লাভ করিয়াছে কিন্তু তাহার কোন পূর্ণ বিবরণ নাই। ইতিপূর্বে অনুমোদিত সকল জাতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রকাশনার ত্বরান্বিত প্রচেষ্টার উপর আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) এই পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত সকল জাতের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং তাহাদের কার্যকারিতা যেমন, চাষী পর্যায়ে যথারীতি চাষাবাদ হইতেছে কিনা ইত্যাদিসহ বীজ অনুমোদন সংস্থা ডিসেম্বর /৮৪ মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে প্রকাশনার জন্য বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) প্রকাশনার তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া জানুয়ারী /৮৫ মাসে বীজ বোর্ডের একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সকল অনুমোদিত জাতের উপযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুফল লাভ নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক পদ্ধতি নির্ধারণ করা হইবে।

২.০৫ বেসরকারী পর্যায়ে পাট বীজ ও অন্যান্য বীজের মান নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

কিছু অসাধু ব্যবসায়ী পাট ও অন্যান্য বীজের প্যাকেটে নিজস্ব মুদ্রিত লিফলেটে ভুলতথ্য সংযোজিত করিয়া নিম্নমানের বীজ খোলা বাজারে বিক্রয় করিতেছে বলিয়া সদস্য–সচিব সভাকে অবহিত করেন। এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে তাহাদেরকে বীজ অনুমোদন সংস্থায় রেজিষ্ট্রী করানো যাইতে পারে। ইহার ফলে বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করা বীজ অনুমোদন সংস্থার উপর বর্তাইবে।

সভাপতি মত ব্যক্ত করেন যে, এই বৎসর পাট বীজের অভাবের সময় এই ব্যবস্থা নেওয়া হইলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং পাট আবাদে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় শাক্–সব্জীর বীজ উৎপাদন ও তাহার মান নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে এবং এ বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) আগ্রহী শাক্–সব্জী বীজ ব্যবসায়ীগণ বীজ অনুমোদন সংস্থার নিকট তালিকাভুক্ত হইতে পারেন।

(২) এই ব্যাপারে জনসাধারণের অবগতির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(৩) বেসরকারী বীজের উৎপাদন রেজিষ্ট্রীকরণ এবং বীজ অনুমোদন সংস্থার মান নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মপদ্ধতির খসড়া জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে।

২.০৬ **বিবিধ ঃ**

(ক) বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা

বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা বাস্তবায়নের প্রস্তাবে সভাপতি ও উপস্থিত সকল সদস্যগণ সম্মত হইয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বীজ অধ্যাদেশ-৭৭, বীজ বিধি-৮০ এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্দেশাবলী অনুযায়ী বীজ প্রযুক্তির উপর দুইদিন ব্যাপী জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মানিকগঞ্জ ফার্মে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত কর্মশালা জানুয়ারী '৮৫ ইং মাসের প্রথম সপ্তাহে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের আশা করা হয়।

(২) এই বিষয়ে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা (থাকা, খাওয়া ইত্যাদি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্যবস্থা করিবে।

(৩) কর্মশালার সুচারু বাস্তবায়নের জন্য অরগানাইজিং কমিটির মনোনয়ন দান করা হয় এবং নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়া অরগানাইজিং কমিটি গঠন করা হয়।

o ডঃ মুন্সী সিদ্দীক আহমেদ, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, আহবায়ক।

o জনাব কামাল উদ্দিন আহমদ, সদস্য-পরিচালক (ফসল) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, সদস্য।

o জনাব এম, এ, কুদ্দুস, পরিচালক (খাদ্য শস্য শাখা) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, সদস্য।

o জনাব এম, এ, মান্নান, পরিচালক (অর্থকরী ফসল শাখা) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, সদস্য।

o ডঃ আয়ুবুর রহমান, মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, সদস্য।

o জনাব এস, এম, মোরশেদ, সদস্য-পরিচালক, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সদস্য।

(৪) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আর্থিক সাহায্যে জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হইবে। অরগানাইজিং কমিটি যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর বরাবর আবেদন পেশ করিবে।

(খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় বীজ অনুমোদন সংস্থার কর্মকর্তাদের স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ

এই ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং সার্ডি ও বি, আর, আর, আইকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ জানানো হয়।

৩.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের একুশতম সভা

জনাব এস, এ, মাহমুদ, সচিব, কৃষি ও বন বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ২৪-৬-৮৫ ইং তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের একুশতম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পেশ করা হইল।

৩.০১ ২৪-১১-৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়

৩.০২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৪-১১-৮৪ ইং তারিখের অনুষ্ঠিত বিশতম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন

(ক) বীজ অধ্যাদেশ-৭৭ এ অতিরিক্ত সদস্য কো-আপ্ট করিবার বিধান সংযোজন।

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ অধ্যাদেশ-৭৭ (Ordinance No. XXXIII of 1977) সংশোধনীর মাধ্যমে ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিয়মিত সদস্য করিবার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করা যাইতে পারে।

(খ) নিয়মিতভাবে অনুমোদিত সকল বোর্ডের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণ।

সিদ্ধান্ত ঃ

এখন হইতে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সকল অনুমোদিত জাতসমূহের গেজেট বিজ্ঞপ্তি পূর্বের ন্যায় সরাসরি কৃষি মন্ত্রণালয় হইতে প্রকাশ করা হইবে।

(গ) বীজ অনুমোদন সংস্থা জোরদারকরণ।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বীজ অনুমোদন সংস্থা জোরদারকরণ প্রকল্প নীতিগতভাবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(২) বীজ অনুমোদন সংস্থা জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক, জোনাল এবং বহিরাংগন কর্মকর্তাদের অফিস, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী খামার স্থাপনের বিষয় নির্ধারিত হয় এবং যথাসময়ে কোন্ অফিস কোথায় স্থাপিত হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে কৃষি সচিব কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(ঘ) আমদানীকৃত পাঞ্জাব-৮১ জাতের গম ফসলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) আমদানীকৃত পাঞ্জাব-৮১ গম বীজ আগামী মৌসুমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন বীজ বর্ধন খামারে ও চাষীদের জমিতে পরীক্ষামূলক চাষাবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মূল্যায়ন দল (Evaluation Team) কর্তৃক উক্ত গম ফসলের মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন করিয়া কারিগরী কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথা সময়ে পেশ করিবে।

(২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বি, এ, ডব্লিউ-৩৮ এর সহিত পাঞ্জাব-৮১ এর সামঞ্জস্য প্রমাণ করিবে এবং প্রমাণিত হইলে ও উপযুক্ত প্রতিপন্ন হইলে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য যথপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(ঙ) অনুমোদিত জাতের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪টি ধানের জাত এবং ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ১টি ইক্ষুর জাত বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর যথাসময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়ায় পূর্বে উল্লেখিত (খ) এর সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(চ) আউশ মৌসুমে খরা সহিষ্ণু (Drought tolerant) ধানের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ জোরদার করার ব্যাপারে সভায় আলোচিত হয়, একই সাথে শাহীবালাম (ব্রি-১৬) জাতটির রপ্তানী সম্ভাববা নিয়েও আলোচনা হয়। আলোচনাশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক খরা সহিষ্ণু নতুন উদ্ভাবিত জাতসমূহ অনুমোদিত খরাসহিষ্ণু ধান জাতের সংগে এলাকা ভিত্তিক তুলনামূলকভাবে চাষাবাদ করিয়া ফলাফলের বিস্তারিত প্রতিবেদন (Detail report) নতুন খরা সহিষ্ণু জাত অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত ছকে যথাসময়ে পেশ করা হইবে। বিস্তারিত প্রতিবেদনে ফসলের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে খরায় তীব্রতা এবং ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলাফল উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী রপ্তানীযোগ্য জাতগুলির চাহিদা যাচাই ও প্রয়োজন বৃদ্ধির জন্য কৃষি বাজার বিভাগ ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (Export Promotion Bureau) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে অপ্রচলিত বাংলাদেশের চিনিগুড়ি, বাদশাভোগ, কালিজিরা, দুলহাভোগ প্রভৃতি সুগন্ধি চাউলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভবিষ্যত প্রচেষ্টায় এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ছ) ইক্ষু সম্পর্কিত গবেষণা কাজের জন্য ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দায়িত্ব পালন।

উক্ত আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিম্নে (ঝ) এর শেষে লিপিবদ্ধ করা হইল।

(জ) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত জাতসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা।

(ঝ) বেসরকারী পর্যায়ে শাক্–সব্জির বীজ উৎপাদন বিষয়ে কমিটি গঠন।

সদস্য–সচিব বোর্ডকে অবহিত করেন যে, ২৪–১১–৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বিশতম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারী পর্যায়ে শাক্–সব্জির বীজ উৎপাদন, রেজিষ্ট্রীকরণ এবং বীজ অনুমোদন সংস্থার মান নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত খসড়া জাতীয় বীজ বোর্ডের এই সভায় পেশ করার নির্দেশ ছিল। বীজ অনুমোদন সংস্থার একক প্রচেষ্টায় এইরূপ একটি ভবিষ্যতের ফলশ্রুতি পূর্ণ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ নির্ভরযোগ্য নয় মনে করা যাইতে পারে। কাজেই শাক্–সব্জীর বীজ উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ এবং প্রত্যায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ হইতে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি মনোনয়ন দেওয়া যাইতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

উল্লিখিত (ছ), (জ) ও (ঝ)–তে বর্ণিত বিষয় সমূহের আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট বীজ উৎপাদন ও প্রত্যায়ন সংস্থা হইতে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবে। এই কমিটি নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ (Terms of Reference) বাস্তবায়িত করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থাসহ প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করিবে।

কমিটির বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Terms of Reference) ঃ

(১) চিনিকলের আওতা বহির্ভূত এলাকায় প্রত্যায়িত বীজ সরবরাহ, চিনিকলের উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সর্ব প্রকার ইক্ষুর উন্নয়ন কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে ও সুপারিশ পেশ করিবে।

(২) বিভিন্ন ফসলের অনুমোদিত জাতগুলি চাষীদের নিকট কি উপায়ে পৌছাইবে এবং এই জাতগুলির বীজ ফসল ওয়ারী এবং এলাকাভিত্তিক কোন্ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কিভাবে এবং কত পরিমাণ প্রজননবিদের বীজ (Breeder's Seed), ভিত্তিবীজ (Foundation Seed) ও প্রত্যায়িত বীজ (Certified Seed) উৎপাদন করিবে তাহার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৩) বেসরকারী পর্যায়ের অনুমোদিত শাক্–সব্জী বীজ কি উপায়ে উৎপাদনের এবং প্রত্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে সেই ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৪) অনুমোদিত জাতসমূহের মাঠমান (Field Standard) এবং বীজমান (Seed Standard) পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত মানের বিষয়ে সুপারিশ পেশ করিবে। বিশেষ করিয়া বীজের আর্দ্রতা ও বীজবাহিত রোগের মান বিবেচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

(ঞ) কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-৮৫ সম্পন্ন এবং কর্মশালার সুপারিশ সমূহ বিবেচনা।

সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় বীজ অনুমোদন সংস্থার প্রচেষ্টায় ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮৫ সালে মানিকগঞ্জে অবস্থিত জাগীরপাট খামারে জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-৮৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় যে সমস্ত সুপারিশমালা গৃহীত হইয়াছিল সেগুলোর উপর সভায় বিশদ আলোচনা হয়। আলোচনান্তে যে সমস্ত সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয় তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

(১) অনুমোদিত জাতের ব্যাপক উৎপাদনের বাঁধা সমূহ।

এই পর্যন্ত মোট ১৬টি ফসলের ৬৬টি জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত হইলেও মাত্র কয়েকটি জাত কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ হইতেছে। অন্যান্য জাতগুলো চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যাদি সমাধানকল্পে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পূর্বে উল্লিখিত (ঝ)তে গঠিত কমিটির দায়িত্ব হিসেবে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং উক্ত কমিটি এই বিষয়েও সুনির্দিষ্ট পন্থা সুপারিশ করিবে।

(২) বীজ শিল্পকে বেসরকারী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ।

সরকারী পর্যায়ে ব্যয় বাহুল্যের কারণে প্রত্যায়িত বীজের সরবরাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। এই জন্যে বেসরকারী পর্যায়ে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর পূর্বে উল্লেখিত (ঝ)তে গঠিত কমিটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে শাকসব্জীর বীজ উৎপাদনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পন্থা সুপারিশ করিবার জন্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

(৩) বীজবাহিত রোগ ও বীজ স্বাস্থ্যমান নির্ধারণ।

কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণ করা ছাড়াও এযাবৎ অনুমোদিত সকল ফসলের বীজবাহিত রোগ ও স্বাস্থ্যমান নির্ধারণ করিবার আশু প্রয়োজনীয়তা সর্বসম্মতিক্রমে এই সভায় অনুমোদিত হয় এবং পূর্বে উল্লেখিত (ঝ)তে গঠিত কমিটিকে এ বিষয়ে সুপারিশ পেশ করিবার জন্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

(৪) বীজ অধ্যাদেশ- ৭৭ এবং বীজ বিধি -৮০ সংশোধনী।

বীজ অধ্যাদেশ -৭৭ ও বীজ বিধি-৮০ এর সংশোধনী খসড়া তৈয়ার করিবার জন্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সংশোধনী খসড়া তৈয়ার করিয়া কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) উন্নত মানের বীজের সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা।

এই বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

চাষী পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহ উপযুক্ত প্রচার, প্রকাশনা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) বীজ প্রযুক্তিতে গবেষণা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ।

এই বিষয়ে আলোচনায় সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতির মোকাবেলায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক ডিগ্রীকোর্স খোলার সম্ভাবনা কম। অতএব, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কৃষি বিষয়ক ডিগ্রীকোর্সে বীজ প্রযুক্তি (Seed Technology) বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত বা সন্নিবেশিত হইতে পারে। তাছাড়া কৃষি বিষয়ক গবেষণা ইনৃস্টিটিউটগুলো নির্ধারিত গবেষণার পাশাপাশি বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার কাজ শুরু করিতে পারে। অতপর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) এখন হইতে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার কাজ শুরু করিবে।

(২) বীজ প্রযুক্তিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণদানের জন্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ বীজ প্রযুক্তিকে (Seed Technology) একটি পৃথক বিষয় (Subject) হিসেবে সিলেবাসে সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবের কারণে আপাততঃ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) স্থানীয় ও বৈদেশিক উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে শাকসব্জী ও ফলবীজ উৎপাদন।

আধুনিক ও উন্নতবীজ শিল্পের বিদেশী উদ্যোক্তাদের হস্তক্ষেপে বাংলাদেশে এই শিল্পের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্যাহত হইতে পারে। সুতরাং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বীজ শিল্পে একটি বিশেষ স্বার্থে উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ উদ্যোগ আপাততঃ স্থগিত থাকিতে পারে।

(৮) কোয়ারেনটিন বিধির কঠোর প্রয়োগ।

জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আমদানীকৃত বীজের মারফত মারাত্মক রোগবালাই, আপত্তিকর আগাছা বীজ (Obnoxious weed seed) দেশে আসিবার আশংকা আছে বিধায় আমদানীকৃত বীজের বেলায় কোয়ারেনটিন পদ্ধতি জোরদার করিবার ব্যাপারে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়।

(৯) বীজের শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণ।

বীজ বিধির ১৪(১) এর ২ ধারায় বীজের শ্রেণী বিন্যাস এর সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বীজের শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উল্লেখিত ধারা মোতাবেক বীজের তিনটি শ্রেণী থাকিবে। যথাঃ প্রজননবিদের বীজ

(Breeder's Seed). ভিত্তিবীজ (Foundation Seed) এবং প্রত্যায়িত বীজ (Certified Seed)। উল্লিখিত নাম ছাড়া অন্য কোন নাম বা শ্রেণী কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(১০) অবিক্রিত পাটবীজ প্রত্যায়ন

অবিক্রিত পাটবীজ যাহাতে পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহার করা যায় সেই জন্যে প্রত্যায়নের ব্যাপারে আলোচনা হয়। অবিক্রিত বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৭০% থাকিলে বীজের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করিয়া নির্ধারিত মূল্যে পরবর্তী মৌসুমের জন্যে প্রত্যায়ন পত্র দেওয়ার প্রস্তাবিত সুপারিশ সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

(১১) বাৎসরিক জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা।

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা প্রতি দুই বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

(১২) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-৮৫ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-৮৫ অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করায় জাতীয় বীজ বোর্ডের পক্ষ হইতে উল্লিখিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

৩.০৩ কারিগরী কমিটির চেয়ারম্যান মনোনয়ন

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২২-০৯-৭৯ ইং তারিখের বিশেষ সভায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী - ভাইস চেয়ারম্যানকে পদাধিকার বলে কারিগরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে উক্ত কর্মকর্তার অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে পদাধিকার বলে মনোনয়ন দেওয়া অব্যাহত রাখা যায় কিনা সভায় এই ব্যাপারে আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে পদাধিকার বলে কারিগরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দান করা হইল।

৩.০৪ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রত্যায়িত বীজের প্রত্যায়ন ট্যাগ সংযোজন

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২২-০৯-৭৯ ইং তারিখের বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীজ অনুমোদন সংস্থা, বীজ প্রত্যায়ন ও প্রত্যায়ন ট্যাগ সংযোজন করিবে। প্রত্যায়ন সংস্থা সময় মত বীজ প্রত্যায়নে অপারগ হইলে কৃষি উন্নয়ন সংস্থা তাহাদের নিজেদের লেবেল ট্যাগ দিয়া বীজ সরবরাহ করিবে। উক্ত সিদ্ধান্তটি কোন এক বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাই এই বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) এখন হইতে ২২-০৯-৭৯ইং তারিখের জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হইল।

(২) এখন হইতে বীজ অনুমোদন সংস্থাই বীজ বিধি- ৮০ এর ২ ধারা (বি) উপ-ধারা মোতাবেক ভিত্তিবীজে ও প্রত্যায়িত বীজে প্রত্যায়ন ট্যাগ সংযোজন করিবে।

৪.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের বাইশতম সভা

জনাব এস, এ, মাহমুদ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ১৪-১-৮৬ ইং তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের বাইশতম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য সূচী এবং সিদ্ধান্ত নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

৪.০১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৪-৬-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একুশতম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় এই পর্যন্ত বীজ বোর্ড কর্তৃক যতগুলো জাত অনুমোদিত হইয়াছে সেইগুলোর চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের কার্যকারিতা, বীজের চাহিদা নিরূপণ এবং উপজেলা পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের উপর বিশদ আলোচনা করেন এবং আলোচনার পর সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) অনুমোদিত জাতসমূহের কার্যকারিতা, মনিটরিং (Monitoring) বীজের চাহিদা নিরূপণ অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া এই সভা মনে করে।

(২) প্রতি উপজেলায় একজন বিষয়বস্তু কর্মকর্তাকে (এস,এম, ও) অনুমোদিত জাতসমূহের কার্যকারিতা, মনিটরিং ও বীজের চাহিদা নিরূপণের দায়িত্ব দেওয়া হইবে।

(৩) এই বিষয়ে দফাওয়ারী প্রশিক্ষণের জন্যে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি হিসেবে প্রতি উপজেলার একজন বিষয়বস্তু কর্মকর্তা (এস,এম, ও,) কে অনুমোদিত জাতসমূহের কার্যকারিতা ও মনিটরিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্যে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হইবে।

(৪) উক্ত প্রশিক্ষণের জন্যে পাঠ্যক্রম (Syllabus) তৈয়ার এবং প্রশিক্ষক নির্বাচন করার বিষয়ে বীজ অনুমোদন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হইবে। তাছাড়া এই প্রশিক্ষণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করিবার জন্যে এবং এই বিষয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবার দায়িত্ব সার্ডিকে দেওয়া হইল।

(৫) উপরিউক্ত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করিবার জন্যে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক নির্দেশের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন। উল্লিখিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের পর একুশতম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়।

৪.০২ একুশতম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন

একুশতম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট এর নেতৃত্বে চাউল রপ্তানী সম্পর্কিত কমিটি সুগন্ধিযুক্ত চাউলের আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) বাংলাদেশ ধানগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট বিভিন্ন সুগন্ধিযুক্ত ধানের জাত সংগ্রহ এবং রপ্তানীযোগ্যজাত উদ্ভাবনের গবেষণা জোরদার করিবে।

৪.০৩ **কারিগরী কমিটির ১২, ১৩ ও ১৪তম সভার সিদ্ধান্তের অনুমোদন**

(ক) ২১-৭-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির ১২তম সভার সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) হাসি (বি, আর- ১৭), শাহজালাল (বি,আর- ১৮) ও মংগল (বি, আর - ১৯) এই জাত ৩টি বোর্ড কর্তৃক সিলেট জেলার হাওর এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হইল।

(২) অনুমোদিত জাতের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

(৩) কমলা সুন্দরী ও তৃপ্তি নামক মিষ্টি আলুর দুইটি জাত উন্নত ফলন ও পুষ্টিমানের জন্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হইল এবং ইহার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার জন্যে বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করিতে হইবে।

(খ) ১১-৮-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির ১৩তম সভার সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) উত্তরা (রাজশাহী, নং -৩) বেগুনের জাতটি উন্নত ফলনের জন্যে উত্তর-মধ্যম অঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের জন্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইল।

(২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক সিলেট, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলের উৎকৃষ্ট মানের বেগুনজাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

(৩) নতুন জাত অনুমোদনের জন্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের ছক পত্রের দ্বিতীয় অংশে নিম্নলিখিত তথ্যাদি সংযোজন করিতে হইবে।

(1) Who will produce the Foundation and Certified Seed? Whether consent of the Seed producer obtained?

(2) When DAE will be able to undertake the Demonstration of the variety in farmers field in collaboration with the variety developing organization and how many demonstrations?

(3) A Leaf-let (draft) has to be enclosed with the proforma about the Variety on the following points (in Bangla):

(i) History of development of the Variety.

(ii) Identifying characters.

(iii) Merits of the variety over the existing varieties.

(iv) Cultivation procedure (Seed to Seed).

(v) Pests (disease and insect) to which resistant and susceptible and control measures.

(vi) Cropping pattern.

(vii) Regional preference.

(গ) ১৬-১১-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির ১৪তম সভার সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি ভুট্টার জাত বর্ণালী (বি,এম-১), শুভ্রা (বি, এম-২) ও খৈভুট্টা (বি, এম-৩) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হইল এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হইবে। তাছাড়া উল্লিখিত জাতের সহিত প্রচার পুস্তিকা তিনটিও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক অবিলম্বে প্রকাশের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হইল।

(২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রূপালী (বি,এ,সি-৭) নামক তুলার জাতটি জ্যাসিড পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং প্রচলিত জাত হইতে তিন সপ্তাহ কম সময়ে পাকে বিধায় দেশের তুলা উৎপাদন অঞ্চলসমূহের জন্যে বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হইল এবং এই বিষয়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক প্রদত্ত প্রজননবিদের বীজ হইতে বিভিন্ন এলাকায় চাষাবাদের মাধ্যমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট যৌথ ভাবে রূপালী জাতটির কার্যকারিতা আরো পর্যবেক্ষণ করিবে।

(৪) রূপালী সম্বন্ধে পেশকৃত পুস্তিকা অনুমোদিত হয় এবং কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অনতিবিলম্বে ইহা প্রকাশ করিবে।

(৫) রজত (বি,এ, সি-৭৭) তুলা জাতটি বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন স্থগিত রাখা হয় এবং যথোপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পুনরায় অনুমোদনের জন্যে পেশ করিবার সুপারিশ করা হয়।

(৬) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তামাকের নতুন জাত সুগন্ধি (বি, এ, টি–২) এর সন্তোষজনক ফলন প্রাপ্তি এবং এই জাতটি জনপ্রিয় বিধায় বোর্ড কর্তৃক উত্তরাঞ্চল জেলা সমুহে চাষাবাদের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হইল এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হইল।

(৭) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক টমেটোর নতুন জাত মানিক (টি,এম, ও, ও–৭৬) ও রতন (টি, এম, ও, ও – ৭৩) উচ্চফলনশীল ও ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হইল এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হইল।

(৮) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বাঁধাকপির নতুন জাত 'প্রভাতী' এদেশীয় আবহাওয়া বীজ উৎপাদনে সক্ষম বিধায় জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হইল এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হইল।

৪.০৪ হাত বাছাই পদ্ধতিতে (Hand Selection) বি,এ,ডি,সি কর্তৃক ধানবীজ বিশুদ্ধকরণের সর্মসূচী

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(ক) প্রজননবিদের বীজ প্রজননবিদ কর্তৃক প্রত্যায়নের পর বীজ বর্ধনের জন্যে নিয়মিত ভাবে বি,এ,ডি,সি–কে অবশ্যই সরবরাহ করিতে হইবে।

(খ) প্রজননবিদ কর্তৃক প্রজননবিদের বীজ বি,এ,ডি,সি–কে সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় হাত বাছাই (Hand Selection) এর প্রয়োজন নাই।

(গ) প্রজননবিদ এর বীজ সরবরাহ, ইহার পরিমাণ, মান এবং ইহা হইতে ভিত্তিবীজ উৎপাদন পর্যবেক্ষণের জন্যে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠনের অনুমোদন দান করা হইল।

(১) কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি – আহবায়ক

(২) জাত উদ্ভাবনকারী সংস্থার প্রতিনিধি– সদস্য

(৩) বীজ অনুমোদন সংস্থার প্রতিনিধি – সদস্য

কমিটি প্রজননবিদের বীজের মান, পরিমাণ এবং প্রত্যয়ন পরীক্ষা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রজননবিদের বীজের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করিবে। কমিটি ফসলওয়ারী পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জাতীয় বীজ বোর্ড এর সদস্য–সচিবের নিকট যথাসময়ে পেশ করিবে।

৪.০৫ বীজ অনুমোদন সংস্থা ও বি,জে,আর,আই, এর যৌথ উদ্যোগে পাটবীজ পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন ঃ

এই বৎসর পাটবীজ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে এই পাট বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, নমুনা সংগ্রহকরণ, পরীক্ষাকরণ, প্রত্যায়ন ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করিবার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বীজ অনুমোদন সংস্থা ও বি, জে, আর, আই এর যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়ায় বোর্ডের পক্ষ হইতে উভয় প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

৪.০৬ বিবিধ ঃ

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনৃষ্টিটিউটের গবেষণা কর্মসূচী সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত সংস্থার পরিচালক ডঃ এম,এম, মিঞার প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নূতন জাত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য গবেষণার কাজ সুসমন্বয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৫.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের তেইশতম সভা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গত ২৩-৩-৮৭ ইং (৮-১২-৯৬ বাং) তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার নির্ধারিত আলোচ্য সূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.০১ জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়

৫.০২ জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২২তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন ফসলের জাতের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ, চাহিদা নিরূপণ এবং মনিটরিং এর দায়িত্ব উপজেলা পর্যায়ে বিষয়বস্তু কর্মকর্তাদের দেওয়া হইয়াছিল এবং সে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট ধারাবাহিকভাবে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীর আওতাভুক্ত বিধায় বাতিল করিবার কথা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী সহ-সভাপতির নেতৃত্বে একটি জাতীয় পর্যায়ের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির মাধ্যমে এতদবিষয়ে নীতিমালা তৈয়ারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বলেন।

(২) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক বর্তমানে প্রচলিত সুগন্ধি চাউলের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে যাহাতে প্রয়োজনবোধে উন্নতমানের সুগন্ধি চাউল বিদেশে রপ্তানী করা যায়।

৫০৩ **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ১৫তম সভায় গৃহীত সুপারিশ অনুমোদন**

(ক) বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বীনাশাইল জাতের অনুমোদন

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ''বীণাশাইল' নামক উচ্চফলনশীল ধানের জাতটি রোপা আমন হিসেবে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হয়।

(২) অনুমোদিত জাতের গেজেট বিজ্ঞপ্তি করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনাবাদাম জাত ডি, এম,–১ এর অনুমোদন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনাবাদাম জাতটির বাংলায় প্রথম নামকরণ করা হইয়াছিল ''বামন বাদাম''। কারিগরী কমিটি নামটি শ্রুতিমধুর না হওয়ায় বাতিলপূর্বক নতুন নামকরণের কথা বলে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে চারটি নাম যথা (১) 'চৈতালী' (২) 'ঝুটি' (৩) 'উজ্জ্বল (৪) 'অন্যা' প্রস্তাব করে। কিন্তু জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যগণের কোন নামই মনপূতঃ না হওয়ায় আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনাবাদাম এর নতুন জাত ডি,এম–১ বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হইল।

(২) পত্রিকায় প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চিনাবাদামের জাতটি বাংলায় শ্রুতিমধুর এবং চাষীভাইদের নিকট সহজবোধ্য একটি নাম নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৩) গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হইবে।

(গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গমের জাত 'বি, এম, ডব্লিউ' এর অনুমোদন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গমজাত অঘ্রাণী (বি,এম, ডব্লিউ- ৩৮) বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্যে অনুমোদিত হয় এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ঘ) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ছোলার জাত 'নবীন' এর অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ১৫তম সভার সুপারিশক্রমে নতুন ছোলা জাত 'নবীন' সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন উচ্চফলনশীল ছোলার জাত 'নবীন' বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হয় এবং এই ব্যাপারে গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(ঙ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ডালের জাত ''কান্তি'' (মুগ-২) এর অনুমোদন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বি,এ, আর, আই, কর্তৃক উদ্ভাবিত আউশ মৌসুমে সরাসরি বপনের জন্য উপযুক্ত আধুনিক জাত নিজামী (বি,আর- ২০) বাংলাদেশের গাজীপুর, সোনাগাজী এবং রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হইল।

(২) নিয়ামত (বি,আর-২১) এইটিও আউশ মৌসুমে সরাসরি বপনের জন্যে বাংলাদেশের গাজীপুর, কুমিল্লা, রাজশাহী ও সোনাগাজী অঞ্চলে চাষাবাদের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হইল।

(৩) উল্লিখিত জাত দুইটির গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

(ছ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ও-৯৮৯৭ নামক তোষা জাতের পাট অনুমোদন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বি,জে, আর, আই, কর্তৃক উদ্ভাবিত তোষা পাটের জাত ও- ৯৮৯৭ ফাল্গুনী তোষা নামে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্যে অনুমোদিত হইল।

(জ) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের উদ্ভাবিত জাতসমূহের সাময়িক অনুমোদন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সাময়িকভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর 'সবুজ পাট' বা সি, ভি, এল-১, 'আশু পাট' বা সি, ভি, ই-৩, 'জো- পাট' বা সি, সি-৪৫, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত ধানের জাত ''ভরসা'' (বি,এ, ইউ-৬৩) সহ অন্যান্য জাতগুলো অনতিবিলম্বে পুনরায় মাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদন এর জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট পেশ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট জাত উদ্ভাবন/ উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হইল। অন্যথায় সাময়িকভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত জাতগুলোর অনুমোদন বাতিল করা হইবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে কোন ফসলের জাতকে সাময়িকভাবে আর অনুমোদন দেওয়া হইবে না।

৫.০৪ ফিল্ড ও হর্টিকালচারাল ফসলের বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুমোদন

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নিবাহী সহ-সভাপতির নেতৃত্বে গঠিত ফিল্ড হর্টিকারচারাল ফসল সংক্রান্ত কমিটি কতিপয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত সুপারিশমালার উপর আলোচনার পর জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ফিল্ড ও হর্টিকালচারাল ফসলের বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুপারিশ সমন্বিত প্রতিবেদনটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত সুপারিশমালা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হইবে। গঠিত কমিটি উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করিবে।

৫.০৫ জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা ১৯৮৭

জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি দুই বছর অন্তর জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠানের কথা। সেই মতে ১৯৮৫ সালের প্রথম কর্মশালার পর দ্বিতীয় কর্মশালার ব্যাপারে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) '' জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা ১৯৮৭'' বর্তমানে বছরের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত 'হইবে। বার্ক এর নির্বাহী সহ-সভাপতির নেতৃত্বে এই কর্মশালা বাস্তবায়নের জন্যে জাতীয় পর্যায়ের সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হইবে। নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল তাঁহার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করিবেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক সরবরাহ করা হইবে।

৫.০৬ জাতীয় বীজ বোর্ড পুনর্গঠন

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যকালের মেয়াদ ১৯৮৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ইহার ফলে জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলী পরিচালনার জন্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ হইতে সদস্য পুনঃনিয়োগ এর মাধ্যমে আগামী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালক, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ইতিপূর্বে পেশ করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয়।

(১)	সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়	সভাপতি (পদাধিকার বলে)
(২)	নির্বাহী সহ-সভাপতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য

(৩) মহা–পরিচালক বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্স্টিটিউট	সদস্য
(৪) মহা–পরিচালক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্স্টিটিউট	,,
(৫) মহা–পরিচালক বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্স্টিটিউট	,,
(৬) মহা–পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	,,
(৭) পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	,,
(৮) পরিচালক (অর্থকরী ফসল) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	,,
(৯) পরিচালক (খাদ্য শস্য) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	,,
(১০) সদস্য- পরিচালক (ফিল্ড) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা	,,
(১১) প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা	,, ,,
(১২) পরিচালক বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্স্টিটিউট	,,
(১৩) নির্বাহী–পরিচালক তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
(১৪) পরিচালক ইক্ষুগবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট	,,
(১৫) ডীন, কৃষি অনুষদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	,,
(১৬) পরিচালক বীজ অনুমোদন সংস্থা	সদস্য সচিব (পদাধিকার বলে)

প্রস্তাবিত কমিটিতে সদস্য তালিকায় রেজিষ্টার সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়নের পরিবর্তে ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট এর নাম প্রস্তাব করা হয়। সভাপতি মহোদয় রেজিষ্টার সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়নের নাম সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সদস্য–সচিব বীজ অধ্যাদেশ–৭৭ এর ৩নং ধারার ২(বি) উপধারা অনুযায়ী সভাপতিসহ মোট ১৬ জনের মধ্যে কমিটির সদস্য তালিকা সীমাবদ্ধ রাখিবার বিষয়টি উল্লেখ করেন। সভাপতি এই পর্যায়ে মত ব্যক্ত করেন যে, সদস্য–সচিব যেন পুনরায় একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পেশ করেন এবং সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) সদস্য–সচিব পুনরায় তাহার সুপারিশসহ একটি প্রস্তাব জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি ও সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করিবেন। উক্ত সুপারিশ পর্যালোচনা করিয়া সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

৫.০৭ **বিবিধ ঃ**

বিবিধ আলোচ্য সূচীতে ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৬ইং তারিখে দৈনিক খবর পত্রিকায় 'নয়া জাতের গম কল্পনা, একরে ৫০ মণ ফলন' শিরোনামে একটি ভুল তথ্য সম্বলিত খবর ও গমের ব্লাক পয়েন্ট রোগ বিষয়ক প্রত্যয়ন সংক্রান্ত মান নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা হয় এবং নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত 'কল্পনা' নামের কোন গমজাত নাই। দৈনিক খবরে প্রকাশিত তথ্যটি ঠিক নয়।

(২) জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক ২৩শে নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং তারিখের ২৫১ সংখ্যক স্মারক পত্রের বরাত অনুযায়ী প্রস্তাবিত গমের ব্লাক পয়েন্ট রোগের সর্বোচ্চ ১৫% হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়।

৫.০৮ **বাংলাদেশের মাঠ ও উদ্যান ফসলের বীজ এর মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন এবং সরবরাহের উপর গঠিত কমিটির প্রতিবেদন**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত কমিটি গঠন করা হয় ঃ

(১)	সদস্য– পরিচালক (শস্য) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	আহবায়ক
(২)	পরিচালক বীজ অনুমোদন সংস্থা	সদস্য

(৩)	পরিচালক ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট	সদস্য
(৪)	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট	,,
(৫)	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট	,,
(৬)	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট	,, ,,
(৭)	পরিচালক (অর্থকরী ফসল) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	,,
(৮)	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা	,,
(৯)	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য-সচিব

কমিটির বিবেচ্য বিষয়সমূহ (T O R) ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) চিনি কলের আওতা বহির্ভূত এলাকায় প্রত্যয়িত বীজ সরবরাহ, চিনিকলের উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং ইক্ষুগবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সর্বপ্রকার ইক্ষু উন্নয়ন কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও সুপারিশ পেশ করা।

(খ) বিভিন্ন ফসলের অনুমোদিত জাতগুলি চাষীদের নিকট কি উপায়ে পৌছাইবে এবং এই জাতগুলোর বীজ ফসল ওয়ারী ও এলাকাভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠান কিভাবে এবং কত পরিমাণ প্রজননবিদের বীজ, ভিত্তিবীজ ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করিবে তাহার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা।

(গ) বেসরকারী পর্যায়ে অনুমোদিত শাকসব্জী বীজ কি উপায়ে উৎপাদনের এবং প্রত্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাহার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা।

(ঘ) অনুমোদিত জাতসমূহের মাঠমান এবং বীজমান পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত মানের সুপারিশ পেশ করা। বিশেষ করিয়া বীজের আর্দ্রতা ও বীজবাহিত রোগের মান নির্ধারণের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

(ঙ) কমিটি তাহাদের রিপোর্ট আগামী ৩০শে অক্টোবর ১৯৮৫ এর মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করিবে। উক্ত কমিটি তাহাদের বিবেচ্য বিষয়ের আলোকে একটি প্রতিবেদন যথারীতি দাখিল করে এবং এই বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে যাহা ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) **স্বল্প মেয়াদী সুপারিশ ঃ**

ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনৃষ্টিটিউটকে ভবিষ্যতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া দরকার। মিল ও মিলবহির্ভূত এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইজন্যে নিম্নলিখিত অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

(১) ইক্ষুর জাতসমূহের আঞ্চলিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে এস, আর, টি, আই কে ন্যূনতম সুবিধাদি (ভূমি, অফিস, ও আবাসিক) প্রদান করিতে হইবে। সেইজন্য বি,এ,আর, আই/বি,আর, আর, আই/ বি, জে, আর, আই/ বি, এ, ডি, সি/ সি, ডি, বি, তাহাদের নিম্নলিখিত গবেষণা কেন্দ্র/ফার্মসমূহে প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

o বি,এ,আর, আই,	ঃ	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ও হাটহাজারী
o বি,আর,আর, আই	ঃ	আঞ্চলিক কেন্দ্র, সোনাগাজী, ফেনী, উপকেন্দ্র ভাংগা (ফরিদপুর)
o বি,জে,আর,আই	ঃ	মানিকগঞ্জ
o বি,এ,ডি,সি,	ঃ	বীজ বর্ধন খামার, ইটাখোলা, সিলেট
o সি, ডি, বি,	ঃ	বীজ বর্ধন খামার (এস, এম, ফার্ম), শ্রীপুর

(২) উল্লিখিত স্থানসমূহে গবেষণা কার্য পরিচালনা করিবার জন্যে যে প্রয়োজনীয় লোক বল, অর্থ ও লজিসটিক সহায়তা দরকার তাহা বি,এস,এফ, আই,সি, প্রদান করিবে। এস, আর, টি,আই, কর্তৃক এই ব্যাপারে মূল্য নিরূপণ করা হইবে।

(৩) বি,এ,আর,আই, এর সরজমিন বিভাগ মিল বহির্ভূত এলাকায় প্রাপ্ত ইক্ষু প্রযুক্তি ব্যবহারে মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবে। তবে মিল এলাকায় সরজমিন গবেষণার কাজ পরিচালনা করিবে বি, এস, এফ, আই, সি'র ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা বিভাগ।

(৪) এস, আর, টি, আই/ বি, এস, এফ, আই, সি, এবং বি, এ, আর, আই, ব্রি, বি, জে, আর, আই, সিডিবি এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক তৈরির ব্যাপারে বি, এ, আর, সি সহায়তা করিবে এবং মিল ও মিল বহির্ভূত এলাকায় গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করিবে।

(৫) নতুন জাতের অনুমোদনের সাথে সাথে এস, আর, টি, আই এবং ও, ডি, এ, ই'র যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক ভিত্তিতে কৃষকের জমিতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজের সংযুক্তিকে উৎসাহিত করিবার জন্য এস, আর,টি,আই, এর বৈজ্ঞানিকগণকে আঞ্চলিক কারিগরী কমিটি ও জেলা কারিগরী কমিটির কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) অনুমোদিত ইক্ষু জাতসমূহের মাঠ সমস্যা, ইক্ষু উন্নয়ন এবং নিম্নগুণাগুণ সম্পন্ন জাতসমূহ বাতিল করিবার প্রশ্নে এস, আর, টি, আই, কর্তৃপক্ষ জাতসমূহের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করিয়া জাতীয় বীজ বোর্ডকে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(খ) সমগ্র দেশে ইক্ষু গবেষণার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহঃ

(১) ইক্ষুর জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও ব্যবহারের জন্য উদ্যেগ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশ এবং বিদেশ হইতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হইবে। এই জন্য বি, এ, আর, সি, ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন। বি, আর, আর, আই, এর প্রধান কার্যালয় এর খামারকে বর্তমানে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ইক্ষুর জাতের জন্য একটি সংগ-নিরোধ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। দুষ্প্রাপ্য জাতের (Exotic Varieties) প্রবর্তন বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে, তবে এই ক্ষেত্রে রোগের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য টিসু কালচারের উপর জোর দিতে হইবে।

(২) অপুষ্পক ইক্ষুতে ফুল ফোটাইবার লক্ষ্যে এস, আর, টি, আইতে প্রজনন সুবিধাদি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং সেইজন্য সেখানে আলো নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Photocontrol room) নির্মাণ করিতে হইবে। দীর্ঘ মেয়াদী প্রজনন কার্যক্রমের লক্ষ্য হিসাবে কক্সবাজারে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফুল ফুটাইবার জন্য একটি পরাগায়ন/ প্রজনন কেন্দ্র (Crossing Centre) স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী প্রজনন পদ্ধতি যেমন, নির্বাচন (Selection), প্রবর্তন (Introduction) শংকরায়ন (Hybridiation), টিসু কালচার এবং মিউটেশন বিধারন করিতে হইবে।

(৪) নির্দিষ্ট সমস্যা ও সম্ভাবনা লইয়া জাত উন্নয়ন করিতে হইবে। গুরুত্বানুসারে জাতের সমস্যা এবং প্রয়োজন নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে। জাত উন্নয়ন কার্যক্রম বিজ্ঞান ভিত্তিক হইতে হইবে।

(৫) ইক্ষু চিনি, গুড় অথবা চিবাইয়া খাওয়ার আখ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে কিনা তাহা সর্বাগ্রে নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এই নির্দিষ্টকরণ জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী করিতে হইবে। তবে সেখানে মূল বিবেচ্য হইবে উৎপাদন সমাগ্রী, কৃষি পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি নির্ভর।

(৬) কৃষি-তাত্ত্বিক অঞ্চল (Agro-ecological Zone) ভিত্তিতে এস, আর, টি, আই, এর ষ্টেশন ও সাবষ্টেশন স্থাপন করিতে হইবে। এখানে প্রস্তাবিত স্থানগুলি হইবে ঠাকুর্গাঁও, জয়পুরহাট, রংপুর, দর্শনা/চুয়াডাংগা, ফরিদপুর, রাজশাহী ও শ্রীপুর অঞ্চল।

(৭) দেশের অন্যান্য কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানের মত ইক্ষুগবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর নাম পরিবর্তন করিয়া বাংলাদেশ ইক্ষুগবেষণা ইন্স্টিটিউট রাখিতে হইবে।

(৮) ইক্ষুগবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউটকে একটি জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিবার কর্মপন্থা বা উপায় বাহির করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য মন্ত্রী পর্যায়ে একটি আলাদা কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(৯) এ, আর, টি, আই, এর জনশক্তি কারিগরি পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নে বি, এ, আর, সি-কে কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিতে হইবে।

(১০) এস.আর.টি.আই.কে তাহার অর্থনৈতিক দূরবস্থা হইতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ইক্ষু গবেষণার উপর করারোপ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(১১) মিল বহির্ভূত এলাকায় যাহাতে বি, এ, ডি, সি/ডি, এ, ই/বি, এ, আর, আই/পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য সহযোগী অফিসের সাথে কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম তরান্বিত করা যায় সেই জন্য ঢাকায় এস, আর, টি, আই, এর একটি সিটি অফিস স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) মিল জোনে ভালমানের বীজ সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানের উপযুক্ত পদ্ধতি

বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনে বীজ আখ এর গুণাগুণ রক্ষার জন্য নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বীজ কর্মীরা এই ব্যাপারে একমত যে, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয় না। সেইজন্য বীজের মান কার্যকরীভাবে রক্ষার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মত একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রয়োজন।

বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ ও বীজবিধি, ১৯৮০ অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ড জাত উন্নয়ন উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও উন্নতমানের বীজ বিতরণের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সুতরাং এস, আর, টি, আই, বি, এস, এফ, আইসিকে জাতীয় বীজবোর্ডের আওতায় আনিয়া বাংলাদেশে বীজ সেক্টরে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে মিলে উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ পেশ করা হইলঃ

(১) লাল পচা রোগ (Red Rot) ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করিতে হইবে।

(২) এস, আর, টি, আই, হইতে প্রজনন বিদের বীজ, মিলের খামার হইতে ভিত্তিবীজ ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের নিকট হইতে প্রত্যায়িত বীজ নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী এস, আর, টি, আই· কর্তৃপক্ষ প্রজননবিদের বীজ এবং বীজ অনুমোদন সংস্থা ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজ প্রত্যায়ন করিবে। বি, এস, এফ, আই, সির নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকিবে এবং তাহা আরো জোরদার করিতে হইবে।

(৪) প্রজননবিদের বীজ ও ভিত্তিবীজ অতি আবশ্যকীয়ভাবে গরমপানি পদ্ধতি (Hot-water treatment) দ্বারা পরিশোধিত করিতে হইবে।

(৫) বীজ সম্পর্কে প্রজননবিদ এবং ভিত্তি ও প্রত্যায়ন বীজ উৎপাদন কারীকে উৎকর্ষ বীজের মান সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকিতে হইবে। মাঠে বীজের মান বজায় রাখিবার জন্য তাহারা তাহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

(৬) এস, আর, টি, আই,/বি, এস, এফ, আই, সি'র ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন এর জন্য স্পেস ট্রান্সপ্লান্টিং (STP) কৌশল/পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। আই,এস,ডি-১৭ নামক সম্ভাবনাময় নতুন আখজাত এবং তাপ শোধিত ভিত্তিবীজ এর উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান রেজিষ্টার্ড বীজের পর্যায়

(Hre) টি বাদ দিতে হইবে। ফলে বাণিজ্যিক ও মুড়িফসল এর উপর তাপ পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া সর্বাধিক সুবিধা লাভ করা যাইবে এবং বীজ প্লটে জাতের বিশুদ্ধতা ভালভাবে রক্ষা করা যাইবে।

(ঘ) **মিল বহির্ভূত এলাকায় গুড় ও চিবাইয়া খাওয়ার জন্য উন্নতমানের বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের কার্যপ্রণালী নির্ধারণের লক্ষ্যে সুপারিশ সমূহ।**

গুড় ও চর্বিত আখের আত্তিকরণ বাংলাদেশে লক্ষ্য করার মত অথচ এস, আর, টি, আই ও অন্যান্য গবেষণা সংস্থার বিভিন্নমুখী সীমাবদ্ধতার কারণে এই দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় নাই, যদিও এই সব আখ হইতে গরীব লোকেরা তাহাদের প্রয়োজনীয় ক্যালোরী আহরণ করার পাশাপাশি উৎপাদনকারীরা কিছু আর্থিক সুবিধা লাভ করে। অবহেলিত এলাকার প্রতি একটু নজর দিলে গরীব জনসাধারণ অনেক উপকৃত হইত, অথচ গুড় ও চর্বিত আখের জন্য ব্যবহৃত জাতগুলি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় কমিটি মনে করে যে একটি পদ্ধতি বাহির করিতেই হইবে যাহাতে এই এলাকার জন্য নতুন জাত পাওয়া নিশ্চিত করা যায়। কমিটি আরও মনে করে ব্যক্তি খাতের উত্তরোত্তর অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে মিল বহির্ভূত এলাকার উন্নয়ন সম্ভব। উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ হইতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করা হয়।

(১) বীজ উৎপাদন ও বিতরণ নিশ্চিত করিবার জন্য সম্ভাব্য এলাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিতে হইবে। সাধারণভাবে যেই সকল জেলায় চিনির কল বিদ্যমান সেই সকল জেলাগুলিতে এই ধরনের জমি নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে মিল বহির্ভূত জেলাগুলিতে তাহা বর্ধিত করা যাইবে। বি, এস, এফ, আই, সি,/এস, আর, টি, আই/এস, সি, এ/ডি, এ, ই ও বি, এ, ডি, সি'র সমন্বিত প্রচেষ্টা ভিত্তি ও প্রত্যায়িত জাতের আখ বীজের উৎপাদন প্রত্যয়ন ও বিতরণ সম্ভব হইবে।

(২) মিলভুক্ত জেলায় মিল বহির্ভূত (Non-mill Zone) অঞ্চলে ভিত্তি ও প্রত্যয়িত শ্রেণীর বীজ ঐ জেলার মিল কর্তৃপক্ষ উৎপাদন করিবেন।

(৩) মিলবিহীন জেলার মিল বহির্ভূত অঞ্চলে ভিত্তি ও প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদনের দায়িত্ব বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন পালন করিবে। ঐ সমস্ত এলাকায় গরম পানিতে শোধন প্রক্রিয়া (Hot-water treatment) সুযোগ সুবিধা উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত বি, এস, এফ, আই, সি/এস, আর, টি, আই কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সহায়তা করিবে।

(৪) গরম পানিতে শোধিত বীজ আখশস্যকে অনেক মারাত্মক রোগ হইতে কার্যকরীভাবে মুক্ত রাখে। যেহেতু সরকারী খামারের বাহিরে এই পদ্ধতি উন্নয়ন আপততঃ সম্ভব নয় সেই জন্য কৃষকদেরকে গরম পানিতে শোধিত বীজের বংশ (Progeny) পাঁচ বছর ব্যবহারের পর যেন আর ব্যবহার না করে সেই জন্য তাহাদেরকে উৎসাহিত করিতে হইবে। তাহাদের সেই সকল বীজের স্থান পূরন করিবে প্রত্যায়িত বীজ। রেটুন বা মুড়ি কোন অবস্থাতেই বীজ আখ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) দেশে গুড় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত জাতের উচ্চ গুড় উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত অনুমোদিত জাতের দ্রুত বর্ধনের জন্য মিল বহির্ভূত এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও বিএডিসি স্পেস ট্রান্সপ্লান্টিং (STP) টেকনিক প্রবর্তন করিবে।

(৬) মিল বহির্ভূত এলাকায় পুনরায় আখ উৎপাদন এবং গুড় উৎপাদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় বি, এস, এফ, আই, সিকে মিলভুক্ত খামার মিলজোন হইতে ১০-১৫ লক্ষ টন প্রত্যয়িত বীজ আখ ১৯৮৬-৮৭ বপন মৌসুমে আখ চাষীদের মাঝে বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে হইবে। ইহার ফলে মিল এলাকার গুড় উৎপাদনে আখের ব্যবহারের পথ বন্ধ হইবে।

(ঙ) বিভিন্ন ফসলের অনুমোদিত জাতের বিস্তার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট সংগঠন সম্পর্কিত সুপরিশ :

বীজ অনুমোদন সংস্থার তথ্যানুযায়ী ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৪ ইং পর্যন্ত ১৬টি ফসলের মোট ৫৯টি জাত অনুমোদিত ও ৫টি সাময়িকভাবে অনুমোদিত হইয়াছে। বীজ অনুমোদন সংস্থা অনুমোদিত জাতের ব্যবহারের গুরুত্বও ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করে। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে, ধান, গম ও পাটের ২২টি জাতই শুধুমাত্র নিয়ম মাফিক বা বিধিমত উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। অন্য ফসলের কোন জাতের ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই। সরিষার তিনটি ও মূলার একটি জাত প্রত্যয়ন ব্যবস্থা ছাড়া গতানুতিকভাবে উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। তাহাছাড়া কিছু জাত অনুমোদিত হইয়াছে অথচ যাহার কোন রূপ উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। আবার কিছু কিছু জাত আছে যেইগুলি প্রথমত বা নিয়মানুযায়ী উৎপাদন ও প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌছায় নাই এবং এমনও কিছু জাত আছে কৃষদের কাছে যাহার কোন গ্রহণযোগ্যতাও নাই।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এই ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টিত না থাকিবার ফলে অনুমোদিত জাতের বীজ উৎপাদনের যোগসূত্র হারাইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সুপারিশসমূহ হইল নিম্নরূপঃ

(১) কোন একটি জাত অনুমোদনের পর পরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রজননবিদের বীজ ভিত্তিবীজ উৎপাদনকারীকে প্রতি মৌসুমে সরবরাহ করিতে হইবে। প্রজননবিদের বীজ অবশ্যই ঐ জাতের উদ্ভাবনকারী কর্তৃপক্ষকে (Sponsor) জাতীয় বীজবোর্ডের মান অনুযায়ী প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

(২) বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়নের জন্য "মাঠমান" ও "বীজমান" অত্যন্ত দরকারী। জাত উন্নয়কারী কর্তৃপক্ষ যেই সমস্ত ফসলের মান নির্ধারণ হয় নাই সেই সমস্ত ফসলের জাতের সুপারিশ এর জন্য কারিগরি কমিটিতে পেশ করিবার সময় এন, এস, বি'র ছকপত্রে 'মান' প্রস্তাব করিবেন। মাঠমান কিংবা বীজমান যে কোন একটি অথবা কোনটা ছাড়াই যেই সমস্ত জাত পূর্বে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত জাতের ক্ষেত্রে জাতের উদ্ভাবনকারী কর্তৃপক্ষ অতিসত্বর 'মান' প্রস্তাব করিয়া কারিগরী কমিটিতে পাঠাইবেন যাহাতে এন, এস, বি, দ্বারা অনুমোদন দেওয়া যায়। অনুমোদিত বহুবর্ষজীবী ফসলের জাত যাহা অযৌনভাবে বংশ বিস্তার করে সেই

সমস্ত জাতের ক্ষেত্রে বীজ প্রত্যয়ন এবং এই ধরনের মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা নাই। উদ্যান নার্সারীসমূহ এই সমস্ত জাতের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) সদ্য অনুমোদিত জাতসমূহের প্রদর্শনী নির্দিষ্ট এলাকায় অনুমোদনের ঠিক পরবর্তী মৌসুম হইতেই করিতে হইবে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান এবং ভিত্তি ও প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এই কাজ সম্পন্ন করিবে। প্রদর্শনীর ফলাফল প্রত্যয়িত শ্রেণীর সম্ভাব্য পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। ইতিপূর্বে অনুমোদিত জাতের ক্ষেত্রে যদি প্রদর্শনী করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অতিসত্ত্বর তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও প্রজননবিদের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সরকারী সংস্থাগুলি শুধুমাত্র অনুমোদিত জাতের বীজ উৎপাদন ও বিতরণের দায়িত্বে থাকিবে।

(৫) নিম্নে প্রদত্ত সরকারী সংস্থাসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের খামারে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করিবে। চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ভিত্তিবীজ ও প্রত্যয়িত বীজ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী দ্বারা প্রত্যায়নের পরে কৃষকদের নামে প্রত্যয়িত বীজ বিতরণ করিতে হইবে। যেই সকল ফসলের বিশেষতঃ প্রচলিত জাত সমূহের ভিত্তি ও প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদন করিবে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

☆ বাংলাদেশ পাটগবেষণা ইন্স্টিটিউট (বীজ বিভাগ)–পাট, মেস্তা ও কেনাফ।

☆ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা–দানা জাতীয় শস্য, মোটা দানা শস্য, মূল ও কন্দ জাতীয় শস্য, ডালজাতীয় শস্য, তৈল জাতীয় শস্য, সব্জী এবং আখ (মিল বহির্ভূত জেলা সমূহ)।

☆ বাংলাদেশতুলাউন্নয়ন বোর্ড–তুলা।

☆ বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের আওতাধীন মিল সমূহ– আখ যেই কারণেই উৎপাদিত হউকনা কেন (মিলভুক্ত জেলাসমূহ)।

☆ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ–তামাক।

(৬) যেহেতু জাত উদ্ভাবনকারী সংস্থা তাহাদের উদ্ভাবিত জাত জাতীয় অর্থনীতিতে কি অবদান রাখিতেছে তাহা জানিতে উৎসুক থাকেন সেই জন্য সরকারী/ বেসরকারী/ব্যক্তিগত বীজ উৎপাদনকারীর সহায়তায় তাহাদের ভিত্তি ও প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদন করা উচিত। সরকারী বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কোনরূপ সম্ভাবনা আপততঃ আর নাই বিধায় বেসরকারী সংস্থা যেমন, সমবায় প্রকল্প এলাকা অথবা বীজ খামার ইত্যাদিতে ভিত্তি, প্রত্যয়িত অথবা দুইটি শ্রেণীর উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কর্তৃক কোন জাত যদি প্রদর্শনীর সময়ই কৃষক তথা ভোগকারীর নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তাহা হইলে সেই সকল জাতের ভিত্তি ও প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদন বন্ধকরতঃ যথাসময়ে জাতীয় বীজবোর্ডকে অবহিত করিতে হইবে। জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান এই জাতের ত্রুটি অথবা ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করিয়া উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে অথবা বিকল্প কোন জাতের মাধ্যমে তাহা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৮) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এবং ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে পরবর্তী বৎসরের বীজের চাহিদা নিরুপণ বা নির্ধারণ করিবেন এবং সেই অনুযায়ী ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হইবে। বীজের চাহিদা নিরুপণের সময় যদি জাতের কোন ত্রুটি ধরা পড়ে তাহা হইলে জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানকে জরুরী ভিত্তিতে তাহা জানাইতে হইবে।

(৯) জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাৎসরিকভাবে অনুমোদিত জাত/জাতসমূহের কার্যকারিতা নিয়মিত কৃষক এর জমিতে পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিবছর জুন মাসেব মধ্যে জাতীয় বীজবোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শক্রমে একটি কার্যকর পদ্ধতি বাহির করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(চ) বেসরকারী ভাবে উৎপাদিত অনুমোদিত জাতের সব্জীবীজের উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও বন্টন সম্পর্কিত সুপারিশ ঃ

বাংলাদেশের ৩·২ লক্ষ একর জমিতে সব্জী চাষের জন্য বাৎসরিক প্রায় ২০০ টন বীজের দরকার। এই ২০০ টনের মধ্যে বি, এ, ডি, সি, ও ডি, এ, ই, স্থানীয়ভাবে মাত্র ১৫ টন বীজ উৎপন্ন করে। তাহাছাড়া ৩০ টনের মত বীজ বি, এ, ডি, সি ও স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় (এন, এস, বি, কর্তৃক অনুমোদিত জাত সমূহ)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কৃষক পর্যায়ে বাকী ১৫০ টন বীজ উৎপাদিত হইতেছে যাহার গুণগত মান মোটেই সন্তোষজনক নয় কিন্তু কিছু ব্যবসায়ী ঐ সমস্ত নিম্নমানের বীজ ক্রয় করিয়া চাষীদের নিকট বিক্রয় করিতেছে।

উন্নতবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে সব্জীর উৎপাদন বর্তমানে প্রাপ্ত জমি হইতেই কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু সব্জীর জন্য ভালবীজ পাওয়া যেমন দুষ্কর তেমনি পুষ্টি ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার জন্য সব্জীর উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উন্নতমানের বীজ ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর নাই।

বাংলাদেশের সব্জী উৎপাদন ও বাজারজাত করণের ৭০% এবং আমদানীর ৯০% বাণিজ্যিকভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে করা হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে অসংগঠিতভাবে হইলেও সব্জীকে ঘিরিয়া এক ধরনের বীজ ব্যবসা গড়িয়া উঠিতেছে। একটি সুসংগঠিত বীজ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই ধরনের অগ্রগামী উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা করা দরকার।

আলোচ্য বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুমোদিত জাতের সব্জীবীজের উৎপাদন, প্রত্যয়ন, বন্টন ও বাজারজাতকরণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করা হইল।

(১) কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের "সব্জী বীজ প্রকল্প"টিকে যথাযথভাবে শক্তিশালী করিতে হইবে। যাহাতে অনুমোদিত সকল সব্জী জাতসমূহের প্রত্যয়িত, ভিত্তি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ করিয়া চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মধ্যে দেওয়া যায়।

(২) চুক্তিবদ্ধ চাষীরা অন্ততঃ তিন বছর স্কীম অনুযায়ী বি, এ, ডি, সি'র সহিত কাজ করিবে। ফলে এই ধরনের বীজ উৎপাদনকারীগণ সমবায় ভিত্তিক সংগঠিত হইবার জন্য উৎসাহিত হইবে। এমন কি এইভাবে একক বীজ খামারও গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। এই তিন বৎসর বি, এ, ডি, সি'র সহিত কাজ করিবার ফলে কৃষকগণ সব্জী বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) তিন বৎসর বি, এ, ডি, সি'র সহিত কাজ করিবার ফলে চুক্তিবদ্ধ চাষী নিজেরাই সমবায় ভিত্তিক, সংগঠন ভিত্তিক বা খামার ভিত্তিক সব্জীবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণে ও বাজারজাতকরণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহাছাড়া প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদনের জন্য সুবিধাজনক/ন্যায্য মূল্যে বি, এ, ডি, সি, হইতে অনুমোদিত জাতের প্রত্যায়িত ভিত্তিবীজ সংগ্রহের সুবিধা তাহারা পাইবেন।

(৪) এই সমস্ত বীজ উৎপাদনকারী সংগঠন/খামার বি, এ, ডি, সি,'র (সব্জী বীজ প্রকল্প) সহিত নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে যাহাতে তাহারা বি, এ, ডি, সি'র কারিগরী তত্ত্বাবধানে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি করিয়া জাতীয় বীজ বোর্ডের মান অনুযায়ী বাজারজাতকরণ করিতে পারে। বি, এ, ডি, সি, নিবন্ধীকৃত চাষীদের একটি তালিকা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে নিবন্ধীকরণ এর সাথে সাথে সরবরাহ/প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) রেজিষ্টার্ড চাষীগণকে নিজস্ব উৎপাদন খামার, প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এবং পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যাহাতে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে। তাহাছাড়া নিবন্ধীকৃত চাষীরা ন্যায়সংগত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বি, এ, ডি, সি'র প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) বাজারজাতকৃত প্যাকেটের গায়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের "মান" সমূহের বিবরণ বিশ্বস্ততার সহিত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। বীজ প্যাকেটের গায়ে বীজমানের প্রকৃত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা/খামার বীজমানের নিশ্চয়তা প্রদান করিবে।

(৭) বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এবং বীজবিধি, ১৯৮০ অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ ফসলের মাঠ, ল্যাবরেটরী সুবিধাদি ও বাজারজাতকৃত বীজ প্যাকেট রেনডমভাবে পরীক্ষা করিবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে।

(৮) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, অন্যান্য সংগঠন এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সব্জীর উন্নতজাত সমূহের উদ্ভাবনের মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে।

(৯) প্রত্যয়িত ভিত্তিবীজ উৎপাদনের জন্য অনুমোদিত জাতসমূহের প্রত্যয়িত প্রজনন বীজ এর উৎপাদন এবং বি, এ, ডি, সি, অথবা বেসরকারী/ব্যক্তিগত উৎপাদনকারীদের মধ্যে সেই বীজের সরবরাহ নিয়মিত বজায় রাখিতে হইবে।

(ছ) মাঠমান ও বীজমান সম্পর্কিত সুপারিশ

১৯৭৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত কোনরূপ "বীজমান" ও "মাঠমান" ছাড়াই কিছু কিছু ফসলের জাত অনুমোদিত হয় অতঃপর ১৯৭৯ সনে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ১৭টি ফসলের "বীজমান" অথবা "মাঠমান" নির্ধারণ করা হয়। ইহাদের মধ্যে শুধুমাত্র ধান, পাট, গম ও আলুর মাঠমান ও বীজমান নির্ধারিত হয়। তৈল ও ডাল জাতীয় শস্যের মধ্য হইতে বাকী ১৩টি ফসলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র "বীজমান" নির্ধারিত হয়। কয়েকটি ফসল যেমন পাট, ধান ও আলু ব্যতীত অন্যান্য ফসলের বর্তমান অনুমোদিত মাঠমান ও বীজমান (বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যতীত) দেশের ভিতরে কর্মরত বিজ্ঞানীদের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয।

যদিও এই সকল ফসলের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হইয়াছে, কিন্তু বীজ স্বাস্থ্য (Seed Health) পরীক্ষার ব্যাপারে তেমন নজর দেওয়া হয় নাই। শুধুমাত্র পাট (ক্লোরোসিস), গম (লুজস্মাট) এবং আলু (মোজাইক পাতা মড়ানো ভাইরাস) এই তিনটি ফসলের মাঠমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই একটি রোগ বিবেচনা করা হইয়াছে। যদিও বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Seed Health testing) জাত উদ্ভাবন, বীজ উৎপাদন, প্রত্যয়ন এবং বীজ সংগনিরোধের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তথাপি এই প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই দেশে উৎপন্ন ফসলের "বীজ স্বাস্থ্য মান" নির্ধারণের জন্য কম তথ্যই পাওয়া যায়।

বীজ রোগতত্ত্বের গবেষণার সাথে সাথে বীজ প্রযুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া কমিটি নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা পেশ করে।

(১) "বীজরোগতত্ত্ব কেন্দ্র" স্থাপন/প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা কাউন্সিল ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ প্রস্তাবনা জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। ইহার ফলে বীজ প্রত্যয়ন, বীজ উৎপাদন এবং বীজ সংগনিরোধ ছাড়াও বীজ রোগতত্ত্ব সম্পর্কীয় গবেষণা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য বীজ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদির কাজ ত্বরান্বিত হইবে।

(২) প্রয়োজনীয় তথ্যাদির ঘাটতি পূরণের/বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা পরিষদের সমন্বয়ে বিভিন্ন ইন্‌স্টিটিউটে বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম, আর্দ্রতা এবং বীজ প্রযুক্তির অন্যান্য বিষয়ে পদ্ধতিগত গবেষণা শুরু করিতে হইবে।

(৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গাজীপুরস্থ বীজ পরীক্ষাগারটির সুবিধাদি বৃদ্ধি করিতে হইবে। সেই সাথে দেশের তিনটি অঞ্চলে অন্ততঃপক্ষে আরো তিনটি বীজ প্রযুক্তি পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৪) কালবিলম্ব না করিয়া বীজ প্রত্যয়ন ও উৎপাদনকারীদের বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম চালু করিতে হইবে।

(৫) কর্মরত বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা এবং প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত গবেষণা তথ্য অনুযায়ী ২৩টি বিভিন্ন ফসলের অন্তর্বর্তীকালীন মাঠমান ও বীজমান নির্ধারণ করা হইল (পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য)।

৬.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ জরুরী সভা (প্রথম)

জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ৬-৯-৮৭ইং (২০শে ভাদ্র, ১৩৯৪ বাং) তারিখে জাতীয় বীজবোর্ডের একটি বিশেষ জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার কারণে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় গম বীজ আমদানীর ব্যাপারে আলোচনার জন্য এই বিশেষ সভা আহ্বান করা হয় বলিয়া বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক সভাকে জানানো হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

(১) সিমিট ম্যাক্সিকোতে উদ্ভাবিত নাকোজারি-৭৬ (NACOZARI-76) নামক গমের জাতটি শুধুমাত্র চলতি ১৯৮৭-৮৮ রবি মৌসুমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হইল।

(২) নাকোজারি-৭৬ জাতের মোট ৩৫০০ মেট্রিক টন প্রত্যয়িত গমবীজ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করা হইবে। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি জাতীয় বীজ বোর্ড।

(৩) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট এর গমগবেষণা কেন্দ্র হইতে নাকোজারি-৭৬ জাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া চাষীভাইদের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৪) নাকোজারি-৭৬ জাতের অনুমোদনের বিষয়টি প্রয়োজনীয় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৭.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ জরুরী সভা (দ্বিতীয়)

জনাব এ· এম· আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ৮-৯-৮৭ইং (২২-৫-১৩৯৪ বাং) তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের দ্বিতীয় জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সভার শুরুতে জানান যে, প্রথম জরুরী সভায় ম্যাক্সিকো হইতে নাকোজারি-৭৬ নামক বীজ আমদানীর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল ইতোমধ্যে সিমিট ম্যাক্সিকোর সাথে যোগাযোগ করিয়া জানা যায় যে, আমাদের চাহিদা অনুযায়ী ৩,৫০০ মেট্রিক টন বীজ পাঠানো তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার বিকল্প হিসাবে সেরি-৮২ জাতের প্রত্যয়িত বীজ ম্যাক্সিকো কর্তৃক পাঠানো সম্ভব হইবে। অতঃপর সেরি-৮২ জাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

(১) সিমিট ম্যাক্সিকো হইতে সেরি-৮২ (SERI-82) নামক গমের জাতটি শুধুমাত্র চলতি ১৯৮৭-৮৮ রবি মৌসুমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশের সেচসুবিধা সম্পন্ন স্থান যেমন, রংপুর, কুষ্টিয়া পূর্ববগুড়া, সিরাজগঞ্জ, যশোহর ও পশ্চিম টাংগাইল অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়।

(২) সেরি-৮২ জাতের মোট ৩,৫০০ মেট্রিক টন প্রত্যয়িত গম বীজ সিমিট, ম্যাক্সিকো হইতে আমদানী করা হইবে। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড।

(৩) জাতটির চাষাবাদ সম্বন্ধে একটি লিফলেট তৈরী করিতে হইবে। এই বিষয়ে দায়িত্ব পালন করিবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্স্টিটিউট এর গম গবেষণা কেন্দ্র।

(৪) সেরি-৮২ জাতের অনুমোদনের বিষয়টি প্রয়োজনীয় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৮.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৪তম সভা

জনাব আবুল হাশেম, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ১৯-১০-৮৮ইং (৪-৭-১৩৯৫ বাং) তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করিয়া নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

৮.০১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

উক্ত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাহাতে কোন আপত্তি উথাপিত না হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে ২৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ (Confirmed) করিবার বিষয়টি বিবেচিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হইল।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৩তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ঃ

বোর্ডের ২৩তম সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল তাহার উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা হয় এবং পর্যালোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ফিল্ড ও হর্টিকালচারাল ফসলের বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য দুইটি কমিটি গঠন করা হইবে। একটি কমিটি ইক্ষু গবেষণা ইন্স্টিটিউট সংক্রান্ত সুপারিশমালা এবং

অপর কমিটি বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের সহায়তা করিবে। এই দুইটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রস্তাব জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যসচিব কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হইবে।

(২) "জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা" ১৯৮৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। এই বিষয়ে পূর্ব গঠিত সাংগঠনিক কমিটি যথারীতি পয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮.০২ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ১৬ ও ১৭ তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন ঃ

(ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হলুদের দুইটি জাত, গোল মরিচের একটি, মিষ্টি আলুর একটি এবং কচুর দুইটি জাত অনুমোদন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হলুদের দুইটি জাত যথাক্রমে ডিমলা ও সিন্দুরী বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(২) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গোল মরিচের একটি জাত "জৈন্তা গোলমরিচ" শুধু চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাসমূহ এবং সিলেট জেলায় চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হইল। তবে উল্লিখিত অঞ্চলগুলি ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতের চাষাবাদের সম্ভাব্যতা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চালাইয়া যাইতে হইবে।

(৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টি আলুর একটি জাত "দৌলতপুরী" বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হইল। তবে সেচসহ ও সেচছাড়া এবং সার প্রয়োগসহ ও সারপ্রয়োগ ছাড়া বিভিন্ন ট্রায়েল সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিয়মিত চালাইয়া যাইতে হইবে এবং গবেষণার ফলাফল কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের জানাইতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কচুর দুইটি জাত যথাক্রমে "বিলাসী" (মুখি কচু) এবং "লতিরাজ" (পানি কচু) বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপক চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(খ) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দুইটি জাত ঈশ্বরদী–১৮ (আই–৫৯/৭৪) ও ঈশ্বরদী–১৯ (আই–২৪/৭৬) এর অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দুইটি জাত যথাক্রমে ঈশ্বরদী-১৮ (আই-৫৯/৭৪) এবং ঈশ্বরদী-১৯ (আই-২৪/৭৬) বাংলাদেশের সর্বত্র আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলে ব্যাপক চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(গ) বাংলাদেশ ধানগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের ২টি জাত কিরণ (বি. আর—২২), দিশারী (বি. আর—২৩) জাতের অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ ধানগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের দুইট জাত যথাক্রমে "কিরণ" (বি· আর·–২২) ও "দিশারী" (বি· আর–২৩) বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপক চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(ঘ) বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাটের জাত "এ্যাটম পাট—৩৮" অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাটের জাত "এ্যাটম পাট –৩৮" বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(ঙ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনাবাদাম, গর্জনতিল, সরিষা ও তিষির জাত অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনা বাদামের একটি জাত "ঝিংগা বাদাম" (এক্‌সেসন–১২) বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। তবে কৃষকদের মাঠে এই জাতটি ট্রায়েল সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক চালাইয়া যাইতে হইবে এবং গবেষণার ফলাফল কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের জানাইতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গর্জনতিলের একটি জাত শোভা (গুজি–১) বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার একটি জাত "দৌলত" (আর· এস–৮১) বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপক চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(৪) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তিষির একটি জাত "নীলা" (তিষি–১) বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপক চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(৫) উল্লিখিত সকল অনুমোদিত জাতগুলির গেজেট বিজ্ঞপ্তি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক, যথারীতি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৮.০৩ **বিবিধ ঃ**

সভায় বিবিধ প্রসংগে আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী সহ-সভাপতির প্রস্তাবে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকসহ অন্যান্য সদস্যদের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বি, এ, ডি, সি'র চেয়ারম্যানকে জাতীয় বীজবোর্ড এর সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। তবে বীজ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা আইন অনুযায়ী ১৬ জনে সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য একজন সদস্যকে কমিটি হইতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। সদস্য-সচিব এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পেশ করিবেন।

(২) জাতীয় বীজবোর্ডের কারিগরী সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যথাক্রমে জাতীয় বীজবোর্ড এবং কারিগরী কমিটির সদস্য-সচিবদ্বয়।

(৩) বাংলাদেশ আণবিক কৃষিগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট এর গবেষণাগার ও মাঠে আখের উপর আণবিক গবেষণা কার্যক্রম চালু করা হইবে। এই বিষয়ে ইক্ষুগবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

৯.০০ **জাতীয় বীজবোর্ডের ২৫তম সভা**

জনাব এম, এ, সাঈদ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ৩১-১০-৮১ ইং (১৬-৭-৯৬ বাং) তারিখে জাতীয় বীজবোর্ডের ২৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

গত সভার কার্যবিবরণীর ওপর কোন প্রতিষ্ঠান বা সদস্যের নিকট হইতে আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার পক্ষে মতামত দেওয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজবোর্ডের ২৪তম সভা নিশ্চিতকরণ হইল।

৯.০১ **জাতীয় বীজবোর্ডের ২৪তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৪তম সভায় যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হইয়াছিল তাহার মধ্যে (১) ফিল্ড ও হর্টিকালচারাল ফসলের বীজ উৎপাদন সরবরাহ ও মাননিয়ন্ত্রণ এবং ইক্ষু গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট সংক্রান্ত দুইটি কমিটি যথারীতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কমিটি দুইটি তাহাদের নির্ধারিত কাজ শুরু করিবার ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

(২) অপর এক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিগবেষণা কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় বীজ অনুমোদন সংস্থার উদ্যোগে জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা, ১৯৮৯ গত ফেব্রুয়ারী, '৮৯ইং মাসের ২৬-২৭ তারিখে গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্বের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত অনুমোদিত জাতগুলি বাংলাদেশ সরকারের ১৬-৩-৮৯ইং তারিখের ১১ই নভেম্বর গেজেটে প্রকাশিত হয়। তাহাছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহের ওপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ পূনরায় গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ফিল্ড ও হর্টিকালচারাল ফসলের বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও মাননিয়ন্ত্রণ এবং ইক্ষুগবেষণা ইনস্টিটিউট সংক্রান্ত দুইটি কমিটি যথারীতি তাহাদের কাজ শুরু করিবে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের জানাইয়া দিবার দায়িত্ব পালন করিবেন বোর্ডের সদস্য-সচিব।

(২) জাতীয় বীজবোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৬তে সীমাবদ্ধ রাখিয়া বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার ২ জন সদস্যের মধ্যে প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ)কে বাদ দিয়া বীজ কর্পোরেশনের প্রধানকে জাতীয় বীজবোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

৯.০২ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ১৮তম সভার গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ অনুমোদন ঃ

(ক) সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত কয়েকটি ফসলের জাত বাংলাদেশে চাষাবাদ কর্মসূচী হইতে বাদ দেওয়া প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সবুজ পাট (সি, ভি, এল-১) আশুপাট (সি, ভি, ই-৩) জোপাট (সি, সি-৪৫) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা (বি, এ, ইউ-৬৩) এর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সন্তোষজনক মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজবোর্ডের নিকট পুনরায় আবেদন করিতে হইবে। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রজননবিদগণ।

(খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসল কাউন ও চিনার জাত অনুমোদনঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কাউনের জাত "তিতাস" এবং চিনার জাত "তুষার:" বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(২) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদসংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৯.০৩ **বিবিধ ঃ**

বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ প্রত্যয়নে, বীজ অনুমোদন সংস্থার অংশ গ্রহণঃ

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ কর্পোরেশন কর্তৃক বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদনের বিভিন্ন দিক নির্ধারণের পর বীজ অনুমোদন সংস্থা বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ প্রত্যয়নের কাজ শুরু করিবে।

১০.০০ **জাতীয় বীজ বোর্ডের বর্ধিত বিশেষ সভা**

জনাব এম· এ· হাকিম, যুগ্ম সচিব (উপকরণ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ১০-২-৯০ইং (২৮-১০-১৩৯৬বাং) তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল।

১০.০১ **উন্নত জাতের তুলাবীজ আমদানী ঃ**

সভার শুরুতে বোর্ডের সদস্য-সচিব উক্ত বিষয়টি উথাপন করিলে এই ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ডেল্টাপাইন-১৬ এর কাছাকাছি যে কোন তিনটি জাতের ভিত্তি তুলাবীজ বিদেশ হইতে আমদানী করা যাইবে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব খামার/বি, এ, ডি, সি,/ বি, জে, আর, আই, এবং বি, এ, আর, আই, এর খামারে যে পরিমাণ তুলা বীজ চাষ করা হইবে তাহা তুলা উন্নয়ন বোর্ড জরিপের মাধ্যমে সেইটা নির্ধারণ করিয়া কৃষি মন্ত্রণালয়ে অবিলম্বে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে। কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিত্তি তুলাবীজ বিদেশ হইতে আমদানী করিবার অনুমতি প্রদান করিলে তুলা উন্নয়ন বোর্ড এই বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করিবে।

১০.০২ **ভারত হইতে লবণাক্ততা প্রতিরোধী গমের জাত আমদানী ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ

গবেষণার প্রয়োজনে ভারত হইতে লবণাক্ততা প্রতিরোধে সক্ষম এমন জাতের আমদানীর ব্যাপারে মহা-পরিচালক, কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট নিজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০.০৩ **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ১৯তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনঃ**

(ক) **বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত সয়াবিনের জাত "পি. বি. -১" (সোহাগ) এর অনুমোদন**

৭-২-৯০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ১৯তম সভায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ব বিভাগ কর্তৃক সয়াবিনের একটি জাত পি. বি.-১ (সোহাগ) এর অনুমোদন এর বিষয়টি সভাপতি মহোদয় উপস্থাপন করিলে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

আগামী মৌসুমে উল্লিখিত সয়াবিনের জাতটির ডিব্লিং পদ্ধতিতে ট্রায়েল দিয়া উৎপাদন খরচের হিসাব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পুনরায় প্রস্তাবটি পেশ করিতে হইবে।

১১.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের ছাব্বিশতম সভা ঃ

জনাব এম এ সাঈদ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ৪-৯-৯০ইং (১৯-৫-১৩৯৭ বাং) তারিখে জাতীয় বীজবোর্ডের ২৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নির্ধারিত আলোচ্য সূচীর সকল বিষয়গুলি আলোচিত না হইবার কারণে পরবর্তী ৩-১২-৯২ইং (১৮-৮-১৩৯৮ বাং) তারিখের বর্ধিত সভায় অবশিষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হয়। নিম্নে আলোচিত দুইটি সভার বিষয়বস্তু এবং সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হইল।

১১.০১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

গত ২৫তম সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন আপত্তি না থাকায় সভার শুরুতে সর্বসম্মতভাবে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যাইতে পারে বলিয়া মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ হইল।

১১.০২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত (ক) এর প্রেক্ষিতে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত তিনটি জাতের মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। পূর্বতম সভার সিদ্ধান্তানুয়ায়ী অনুমোদিত জাতগুলির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থার ৪-৩-৯০ইং তারিখের ২৬৬ সংখ্যক পত্রে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন করা হইয়াছে। জাত সমূহের গেজেট হইলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউটকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

১১.০৩ জাতীয় বীজ নীতির খসড়া অনুমোদন ঃ

সভাপতির নির্দেশ অনুসারে যুগ্ম সচিব (বীজ) জনাব মোঃ ইরশাদুল হক খসড়া বীজ নীতির রূপরেখা সম্পর্কে উপস্থিত সকল সদস্যদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, সর্বোত্তম বীজ সহজে চাষী পর্যায়ে প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, চাষীদের জীবনের মান উন্নয়ন ও উৎপাদন আয় বৃদ্ধিকরণ খসড়া বীজনীতির অন্যতম লক্ষ্য। তিনি আরো জানান যে, বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহাদের ভূমিকাকে জোরদার করিবার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি সর্বাধুনিক করিবার জন্য এবং বীজ উৎপাদনকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করিবার লক্ষ্যে বীজ নীতি প্রণীত হইয়াছে। তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, বীজ নীতিতে ফসলের জাত উদ্ভাবন, প্রজনন,

বীজ বর্ধন, জাত ছাড়করণ, বীজ প্রত্যয়ন ও ল্যাবেলিং সম্পর্কে সুপারিশ রাখা হইয়াছে। জাতীয় বীজ বোর্ডকে পুনর্গঠন, বি এ ডি সি'র বীজ উইং ও বীজ অনুমোদন সংস্থাকে শক্তিশালীকরণ এবং জাতীয় কৃষি গবেষণা কার্যক্রমকে আরো কর্মতৎপর ও জোরদার করিবার সুপারিশ রাখা হইয়াছে।

তিনি আরো বলেন যে, এই যাবৎ সেচ ও সার ব্যবহারকল্পে যতটুকু মনযোগ দেওয়া হইয়াছে বীজের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে বীজনীতি অনুমোদন করা হইলে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইবে। তাই বীজ নীতির অনুমোদন ও বাস্তবায়ন দরকার। সভায় খসড়া বীজনীতির উপর বিশদ আলোচনার পর জাতীয় বীজনীতি খসড়া অনুমোদনের পক্ষে সদস্যগণ মতামত ব্যাক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজনীতির খসড়া সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

১১.০৪ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ২০তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ অনুমোদন ঃ

(ক) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দুইটি জাত ঈশ্বরদী–২০ ও ঈশ্বরদী–২১ এর অনুমোদন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ২০তম সভায় গৃহীত এই বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দুইটি জাত ঈশ্বরদী–২০ ও ঈশ্বরদী–২১ বাংলাদেশে চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর তিনটি জাত অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর তিনটি জাত যথাক্রমে হীরা, মরিন ও অরিগো বাংলাদেশে চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(গ) বি এ আর আই কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাইয়ের জাত "বারিমাস" এর অনুমোদনঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাইর একটি জাত "বারিমাস" (এম. এ. কে–১) সমগ্র বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(ঘ) সয়াবিনের নতুন জাত (পি. বি.–১)এর অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভবিত সয়াবিনের নতুন জাত পি· বি·–১, সোহাগ নামে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(৫) অনুমোদনকৃত জাতের প্রয়োজনীয় গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কৃষি মন্ত্রণালয়।

১২.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভা

জনাব কে এম রব্বানী, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ৫–৬–৯১ইং (২১–২–১৩৯৮ বাং) তারিখে জাতীয় বীজবোর্ডের ২৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল।

১২.০১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৬তম ও তার বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বিগত ২৬তম সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৬তম ও তার বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়

১২.০২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৬তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৬তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন গবেষণা ইন্স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত অনুমোদিত জাতগুলির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যাহা বীজ অনুমোদন সংস্থার ১২–৬–৯১ইং তারিখের ৭৩৯ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২.০৩ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ২১তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ অনুমোদন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ২১তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং এই বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তুলার জাত অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তুলার জাত "আভা" সমগ্র বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিতহইল।

(২) পাট, তুলা অনুরূপ শিল্পের কাঁচামালের জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য কারিগরী কমিটিতে শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সদস্যগণকে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(খ) বি, এ, আর, আই, কর্তৃক উদ্ভাবিত ভুট্টার জাত "মোহর" এর অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ভুট্টার জাত মাইর বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(গ) বি, আই, এন, এ, কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার জাত "সফল" এবং "বিরল" এর অনুমোদনঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার জাত "সফল" ও "বিরল" বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল। তবে "বিরল" নামটি শ্রুতিমধুর নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে তিনটি শ্রুতিমধুর নাম নির্বাচন করিয়া পরবর্তী কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল।

(ঘ) বি, এ, আর, আই, কর্তৃক উদ্ভাবিত মসুরের জাত "উৎফলা" (এল–৫) এর অনুমোদনঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মসুরের জাত "উৎফলা" (এল–৫) বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(ঙ) জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৩তম সভায় অনুমোদিত চীনাবাদামের জাত ডি, এম,–১ এর শ্রুতিমধুর নাম নির্বাচন ঃ

চিনাবাদামের জাত ডি এম–১ এর শ্রুতিমধুর নামকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক কারিগরী কমিটির ২১তম সভায় ১০টি নাম প্রস্তাব করা হয়। এবং ঐ ১০টি নামের মধ্য থেকে "ত্রিফলা" নামটি অনুমোদনের জন্য বাছাই করা হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয় বীজ বোর্ডের চলতি সভায় "ত্রিফলা" যেহেতু তিনটি ফলের সমাহারকে বুঝায় তাই বাদামটির নাম "ত্রিদানা" রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) পূর্বে অনুমোদন প্রাপ্ত চিনাবাদামের জাত ডি এম–১ এর নতুন নাম "ত্রিদানা" অনুমোদন করা হইল।

(২) উপরিল্লিখিত জাতগুলির অনুমোদন সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কৃষি মন্ত্রণালয়।

১২.০৪ বিবিধ ঃ

সভায় বিবিধ বিষয়ের উপর আলোচনা হওয়ার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বীজ অনুমোদন সংস্থা আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষাকরণ সংস্থা (ISTA) এর সদস্য পদ পুনঃ বহাল করিবার প্রস্তাব অনুমোদিত হইল এবং সদস্য পদের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় নিয়মিত রাজস্ব বাজেট হইতে সংগ্রহ করিবার প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে।

(২) কারিগরী কমিটির সদস্যবৃন্দ পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৩) যত শীঘ্র সম্ভব কারিগরী কমিটি কর্তৃক ফসলের জাত অনুমোদনের বর্তমান আবেদন পত্রের ফর্মটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৪) নূতন জাতের নাম প্রস্তাব করিবার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির কাছে ঐ জাতটির একাধিক নাম প্রস্তাব করিতে হইবে এবং জনপ্রিয় নামের পাশাপাশি কারিগরী নামও উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১৩.০০ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভা ঃ

১৫-০১-৯২ইং (১লা মাঘ ১৩৯৮ বাং) তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে, এম, রব্বানী এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় পূর্ব নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৩.০১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

গত ৫-৬-৯১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ২৭তম সভার কার্যবিবরণী যথারীতি বীজ অনুমোদন সংস্থার ২৯-৬-৯১ইং তারিখের ৭৪৪ (২১) সংখ্যক পত্রে জাতীয় বীজ বোর্ডের সকল সদস্য, সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান, প্রজননবিদ এবং অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণের পর কোন আপত্তি না আসিবার কারণে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যাইতে পারে বলিয়া সভাপতি মহোদয় এবং উপস্থিত সদস্যগণ উক্ত কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডেল ২৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ হলো।

১৩.০২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাট, তুলা, অনুরূপ শিল্পের কাঁচামালেল জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হইবেন এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিষয়টি কারিগরী কমিটির ২২তম সভায় উপস্থাপন হইয়াছে। তাহাছাড়া উল্লিখিত অনুমোদনকৃত জাতগুলির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয় বিবিধের

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীজ অনুমাদন সংস্থাকে আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষাকরণ সংস্থার (ISTA) সদস্য পদে পুনঃ বহালের সদস্য পদ লাভের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার বাজেট বরাদ্দের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

১৩.০৩ কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ২২তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশের জাত বি, আর–২৪ (রহমত) এর অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশের জাত বি, আর–২৪ (রহমত) এর অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপিত হয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে জাতটির অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করিয়া নিম্নবির্ণত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশের জাত বি, আর–২৪ (রহমত) বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(২) অনুমোদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হইবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমনের একটি জাত বি, আর–২৫ (নয়া পাজাম) এর অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমনের জাত বি, আর–২৫ (নয়া পাজাম) এর অনুমোদনের বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। আলোচনা হইতে জানা যায় যে এই জাতটিও পাজামের মত তবে একটু মোটা এবং চাউলের রং সাদা। নতুন জাতটি পাজাম হইতে ৭–১০ দিন আগে পাকে, অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ফলন পাজামের চাইতে অধিক। আলোচনা শেষে জাতটির অনুমোদনের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমনের জাত বি, আর–২৫ (নয়া পাজাম) বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(২) অনুমোদন সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হইবে।

ইন্‌স্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) কর্তৃক উদ্ভাবিত দুইটি বারমাসী সীম, ইপসা সীম–১ এবং ইপসা সীম–২ এর অনুমোদন ঃ

ইপসা কর্তৃক উদ্ভাবিত দুইট বারমাসী ইপসা সীম-১ এবং ইপসা সীম-২ এর অনুমোদনের বিষযটি সভায় উত্থাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর এই সীমের জাত দুইটির মধ্যে ইপসা সীম-১ এর ফুল যেহেতু বেগুনী তাই এটিকে "বারমাসী বেগুনী সীম" এবং ইপসা সীম-২ এর ফুল যেহেতু সাদা তাই ইপসা সীম-২কে "বারমাসী সাদা সীম" নাম ঠিক করিয়া অনুমোদনের সপক্ষে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) "ইপসা" কর্তৃক উদ্ভাবিত বারমাসী ইপসা সীম-১ কে "বারমাসী বেগুনী সীম" এবং ইপসা সীম-২ "বারমাসী সাদা সীম" নামে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(২) অনুমোদন সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হইবে।

বাংলাদেশ আণবিক কৃষিগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত "বিরল" সরিষার নাম পরিবর্তন ঃ

বি আই এন এ কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত "বিরল" সরিষার নাম পরিবর্তনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হইলে এ বিষয়ে পরিচালক, বি আই এন এ কারিগরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "বিরল" নাম রাখা সম্ভব না হইলে "অগ্রণী" নাম রাখিবার জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি মহোদয় "বিরল" নামের পরিবর্তে "অগ্রণী' নাম রাখার জন্য সম্মতি দেন। উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক এতে একমত পোষণ করে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বি আই এন এ কতৃক উদ্ভাবিত ও জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত "বিরল" সরিষার নাম 'অগ্রণী' হিসাবে সংশোধন করা হইল।

(২) অনুমোদন সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেপের জাত পি-০১১ (গাজীশাহী) এর অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেপের জাত পি-০১১ (গাজীশাহী) এর অনুমোদনের বিষয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এই বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সদস্যগণ মনে করেন যে, জাতটি যেহেতু রাজশাহী হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং নামটি শ্রুতিমধুর করিবার জন্য জাতটির নাম "গাজীশাহীর" পরিবর্তে "শাহী পেপে" নামে অনুমোদন করা যাইতে পারে। অতপরঃ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) কৃষি গবেষণা ইন্স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেপের জাত পি-০১১ (গাজীশাহী) জাতটি "শাহী পেপে" (এইচ,আর,সি,পি-১) নামে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হইল। বি, এ, ডি, সি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইহার বীজ উৎপাদন কর্মসূচী চালু করিবে।

(২) অনুমোদন সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তরমুজের শংকর জাত এফ—১ (পদ্মা)

বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তরমুজের সংকর জাত এফ-১ এর অনুমাদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হইলে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে বর্তমানে আমাদের দেশে তরমুজের কোনো সংকর জাত নাই তাই এই জাতটি ভাল ফল দিতে পারে। অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণ জাতটির অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করিবার ফলে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তরমুজের সংকর জাত পদ্মা (এফ-১) বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হইল।

(২) জাতটির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হইবে।

(৩) বি, এ, আর, আই, এর সহযোগিতায় বি, এ, ডি, সি, পদ্মা জাতের তরমুজের বীজ উৎপাদন করিবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বেগুনের দুইটি জাত শুকতারা ও তারাপুরি এর অনুমোদন ঃ

বেগুনের দুইট জাত শুকতরা (এফ-১) তারাপুরি (এফ-১) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনা হইতে জানা যায় যে, বাংলাদেশে বেগুনের কোন হাইব্রিডজাত নাই। এই শংকর (হাইব্রিড) জাত দুইটির ফলন অন্যান্য অনুমোদিত জাতের ফলনের প্রায় দেড়গুণেরও বেশী। তাই বেগুনের এই হাইব্রিড জাত দুইটিকে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত সদস্যগণ এমত পোষণ করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বেগুনের দুইটি শংকর জাত শুকতারা (এইচ, আর, সি, বি,-১) এবং তারাপুরি (এইচ, আর, সি, বি, -২) বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমোদন দেওয়া হইল।

(২) জাত দুইটির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কৃষি মন্ত্রণালয়।

(৩) বি, এ, আর, আই, এর সহযোগীতায় বি, এ, ডি, সি, উল্লিখিত এফ-১ বেগুনের বীজ উৎপাদন করিবে।

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগ কলাইর জাত "বাসন্তি" মুগ এর অনুমোদন ঃ

বনা কর্তৃক উদ্ভাবিত "বাসন্তি" মুগ এর অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হয়। এই ব্যাপারে আলোচনায় জানা যায় যে, জাতটি ৯০-৯৫ দিনে পাকে, সাকোস্পরা লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস যোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ফসল এক বারেই সংগ্রহ করা যায়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যগণ জাতটি বিনা মুগ-১ নামে অনুমোদনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা মুগ-১ বাংলাদেশে ছাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হইল

(২) জাতটির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হইবে।

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটোর জাত "অগ্নিবিনা" (এ-২) এর অনুমোদন

বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত টমোটোর জাত অগ্নিবিনা (এ-২) এর অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হইলে এই বিষয়ে জানা যায় যে জাতটি ডিটারমিনেট টাইপ, ইহার ফল শাসালো ও বীজের পরিমাণ কম এবং খাইতে সুস্বাদু।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যগণ জাতটি 'বাহার' নামে অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বিনা কর্তৃ উদ্ভাবিত টমেটোর জাত "বাহার" বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হইল।

(২) অনুমোদন সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হইবে।

১৩.০৪ **বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত সয়াবিনের জাত "সোহাগ" এর উদ্ভাবনের বিষয়ে সহযোগী দাবীদার জনাব মোঃ আবদুল খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈলবীজ) বি.এ.আর.আই এর আবেদন ঃ**

উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) সয়াবিনের জাত "সোহাগ" এর উদ্ভাবনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি গবেষণা ইন্স্টিটিউট এর যৌথ দাবী অনুমোদন করা হইল।

(২) এই ব্যাপারে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হইবে।

১৩.০৫ কারিগরী কমিটির সদস্য হিসাবে পরিচালক, বিনাকে অন্তর্ভুক্তিকরণ ঃ

বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হইলে উপস্থিত সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনাশেষে পরিচালক, বাংলাদেশ আণবিক কৃষিগবেষণা ইন্‌স্টিটিউটকে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসাবে অনুর্ভুক্তির জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) পরিচালক, বিনাকে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তুর্ভুক্তি করা হইল।

(২) এই ব্যাপারে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কৃষি মন্ত্রণালয়।

১৩.০৬ পাট, তুলা ও অনুরূপ ফসলের জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যদের কারিগরী কমিটির সদস্যভুক্তি ঃ

বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হইলে উপস্থিত সদস্যগণ উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতি মহোদয় শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য কারিগরী কমিটির সভায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত জানতে চান। অধিকাংশ সদস্যই এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করিয়া নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যকে কারিগরী সভায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি করা এই মুহূর্তে প্রয়োজন নাই। যখন প্রয়োজন হইবে তখন সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইবে।

১৩.০৭ বিবিধ ঃ

(১) জাতীয় বীজবোর্ডের জাত অনুমোদনের আবেদন পত্র ফরম সংশোধনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হয়। কারিগরী কমিটির ২২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ফরম সংশোধনীর জন্য গঠিত উপ–কমিটি কর্তৃক সংশোধনকৃত আবেদন পত্র ফরমটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং কিছু সংশোধনপূর্বক ফরমটি অনুমোদনের সপক্ষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদনের সংশোধিত আবদেন পত্র ফরম প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক অনুমোদন করা হইল (পরিশিষ্ট – গ দ্রষ্টব্য)

(২) বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতের মিশ্রণ এবং গুদামে রক্ষিত বীজের লট সাইজ নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ পরীক্ষাগারে বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতের মিশ্রণ এবং গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণের জন্য কারিগরী কমিটির বিশেষ সভায় পুনর্গঠিত কমিটি কর্তৃক এক মাসের মধ্যে কারিগরী কমিটির সদস্য–সচিব বরাবরে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা, ১৯৯২ আগামী মার্চ, '৯২ মাসে বি এ আর সি'র অর্থনুকূল্য বীজ অনুমোদন সংস্থার সদর দপ্তরে অনুষ্ঠানের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা, ১৯৯২ মার্চ /৯২ মাসে বি এ আর সি'র অর্থানুকুল্যে বীজ অনুমোদন সংস্থার সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই ব্যাপারে বি এ আর সি'র নির্বাহী সহ–সভাপতিকে সভাপতি ও পরিচালক বীজ অনুমোদন সংস্থাকে সদস্য–সচিব করিয়া একটি অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করা হইবে।

(৪) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা, ১৯৯২ এর কার্য বিবরণী অনুমোদিত জাত সমূহের বৈশিষ্ট্য (২য় সংখ্যা) ও জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্য বিবরণীসমূহ (২য় সংখ্যা) বি এ আর সি কর্তৃক মুদ্রণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং ঐ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা, ১৯৮৯ এর কার্যবিবরণী, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফসলের জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য (২য় সংখ্যা) এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন (২য় সংখ্যা) বি এ আর সি কর্তৃক মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদিত হইল।